



Sampriti—Cultural Society of Central Pennsylvania

2018 Annual Magazine Srijan Volume 3



— जम्प्रोति —
SAMPRITI
— सम्प्रीति —

Cultural Society of Central Pennsylvania

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

Let noble thoughts come to us from all sides



Śrījan



Durga Puja September 23rd-24th, 2017
Good Hope Station Community Room, Mechanicsburg, PA



Puspanjali, Dance, Song, Drama by local talents

সম্প্রীতি সম্পাদকীয়

পুজো এসে গেল। শিউলির মিঠে গন্ধ, ভোর বেলায় ঘাসের শিশির, আকাশে তুলোর মতো পঁজা মেঘ - আমেরিকাতে কিছু পাই, আবার কিছু হয়তো শুধু কল্পনাতে সাজিয়ে নিই। তাতে ক্ষতি নেই। একটা কথা তো ঠিক। মা তো আসছেন এই বিদেশের মাটিতেও। তাঁর কাছে সব ছেলে মেয়ে এক। হোক না প্রবাসী।

আমরা 'সম্প্রীতি'-র সদস্যরা তাই মেতে উঠেছি অম্মাণ -এর শারদীয়া সুবাস এ। হ্যারিসবার্গ -এর Susquehanna নদীর ওপরের কুয়াশা মায়ের আগমন জানিয়ে দিচ্ছে। আর এই বার মায়ের আগমন নৌকাতে। তাই আমাদের কল্পনায় মায়ের সওয়ারি এসে হ্যারিসবার্গ নদীর পাড়ে আসবে। গতবার -এর মতো এই বার-ও দুটো দিন আনন্দে কাটবে; দুগ্ধা মা, লক্ষ্মী দিদি, সরস্বতী দিদি, গণেশ দাদা, কার্তিক - সবাইকে নিয়ে আমরা 'সম্প্রীতি'-র সদস্যরা খুব আনন্দ করব। বিদেশে তো পুজো মানে সব সপ্তাহান্ত-এ। তাতেই বা দুঃখ কী।।

এই নিয়ে আমরা, মানে সম্প্রীতির সদস্যরা, চতুর্থ বার মা দুগ্ধা কে পাচ্ছি আমাদের মাঝে এই হ্যারিসবার্গ-এ। মায়ে অসীম ভালবাসা-ই, তাঁর প্রত্যেক বছর আমাদের মাঝে উপস্থিতি-র নজির। আর কী চাই!!!

সকাল থেকেই ঢাকের আওয়াজ, দিদি বৌদি দের পুজো মণ্ডপে পৌঁছনো, মায়ে পুজোর জোগাড়, ফল কাটা। হৈ হৈ রৈ রৈ চারিদিকে। এরই মধ্যে আবার এক দল বৌদি রা আবার রান্নার প্রস্তুতি তে ব্যস্ত। হাতে খুস্তি ছাঁকনি-র ঝংকার। আর তার সঙ্গে সমান তালে অন্যদের ফরমায়েশ - এই চাই, তাই এনে দাও। এই হুল্লোড় -ও মজা। আর দাদা রা ও প্রয়োজনে রান্না তে সামিল। মোট কথা, সবাই আনন্দে মাতোয়ারা। উঃ, কি মজা।

অন্য আরেক দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর মহড়া ও শুরু হয়ে গেছে - নাচ, গান, আবৃত্তি, লঘু নাটক। পুজো র মেজাজ তো দু মাস আগে থেকেই, তাই না?

মাকে সাজানো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে কলা-বউ স্নান, মাকে বোধন, চল্লি পাঠ, বিধি নিয়ম-এ পুজো করা,

আবার যাত্রা বেলায় সিন্দুর বরণ --সবই প্রত্যেক বছর এক, আবার সবই যেন নতুন মনে হয়। তাই তো সারা বছরের অপেক্ষা আর প্রস্তুতি নেওয়া এই দুটো দিনের জন্য।

আর পুজো মণ্ডপ এর আড্ডা, আর খাওয়া দাওয়া। উঃ। তার চেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত আর কী আছে।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাডাং, ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাডাং! ওই যে ঢাক বেজে উঠলো বলে! ওই যে আগমনীর সুর ভেসে আসছে।

মাগো, তুমি আসছ। 'সম্প্রীতি'-র ছেলে মেয়েরা, মা বউ -রা, দাদা, ভাইরা সব প্রস্তুত। বাঙলা -র মাটি থেকে এতো দূর এ হোয়েও

আমরা কিন্তু তোমাকে কিছু কম ভালোবাসি না। মাগো! হ্যারিসবার্গ -এ 'সম্প্রীতি'-র মণ্ডপ-এ তাড়াতাড়ি এস।

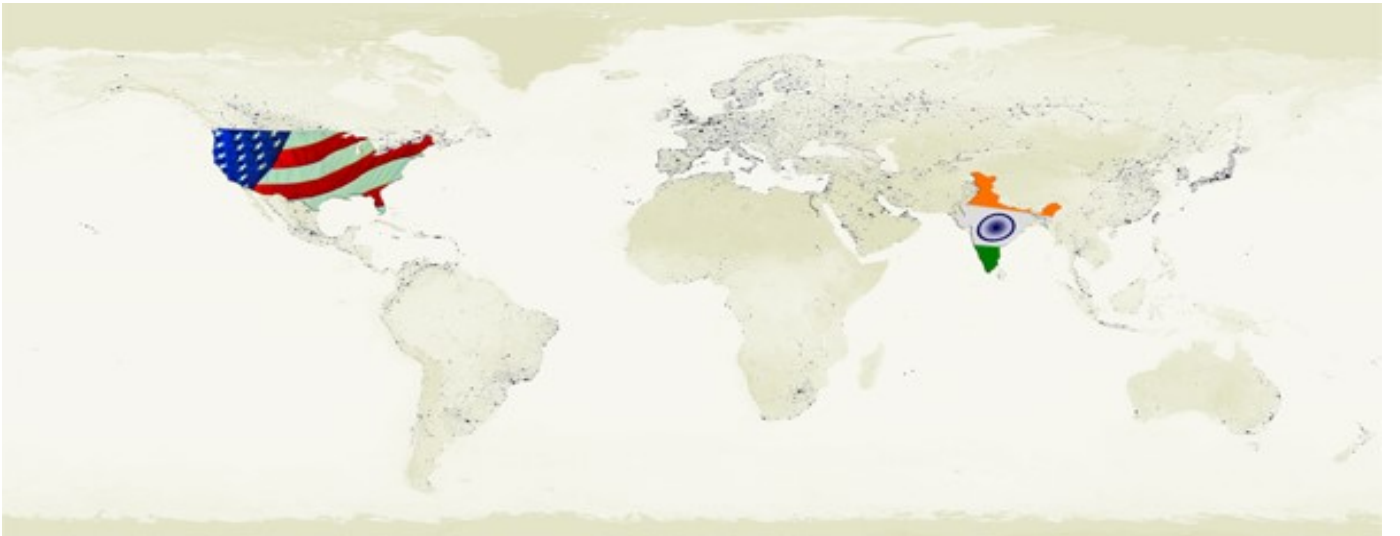
আপনারা -ও সব তৈরী হয়ে নিন। চলে আসুন 'সম্প্রীতি'-র শারদীয়া মিলন মেলায়। 'সম্প্রীতি'-র প্রীতি -ভালবাসা-র ভান্ডার ভরে তুলুন, টাইটুস্বর করে দিন আপনাদের উপস্থিতি দিয়ে।

আসুন, আমরা সবাই মিলি, মায়ের ডাকে। এই আনন্দ যজ্ঞে আপনাদের সবার মধুর আমন্ত্রণ।

দুগ্ধা মা পুত্র কন্যা সহ এলেন বলে।

মাগো, তোমার আগমনীর সুর বেজে উঠেছে ভৈরবী-তে..... ঐ যে মায়ের পদধ্বনি।

বাজলো তোমার আলোর বেণু





Durga Puja September 23rd-24th, 2017
Good Hope Station Community Room, Mechanicsburg, PA



Solo Dance, Group Dance, Audience, Dhunuchi Dance

From Sampriti Editor's Desk....

Adieus to Summer'18, Welcome Autumn '18. And so is the time for our great Festival, Durga Puja. Come September, and Fall colors mark the advent of the Festivities which we have been looking forward to since Mother Durga said 'Bye' to us in 2017. Now, the Autumn color fiesta is draping the US East Coast, especially our area of Greater Harrisburg, with its gorgeous shades- almost creating a Sonata on the canvas of Harrisburg Landscape. And 'Sampriti' members, with the color of positivity and enthusiasm in their hearts, are gearing up to welcome Goddess Durga for the 4th consecutive year in Harrisburg. This Festival is, in every spirit, the 'Festival of Joy'- the joy that cleans all the negativities, disappointments, anxieties, from the surroundings and our everyday life and reassures us to beam with nothing but a clean mind and heart. And the Team Sampriti believes in this. We, at Sampriti, live the philosophy, from the ancient texts of Hindu religion, which states:

"Aano bhadra kratavo yantu vishwatah".

This means "Let noble thoughts come to us from all directions"

Yes, 'Sampriti' stands for only noble thoughts, and its members are bound by the love and affection stemming out of these noble thoughts. And the name 'Sampriti' means love amongst ourselves, love amidst all. These noble thoughts have been our guiding force since its very inception. The year 2017 was a remarkable year of achievement for Sampriti, with two successful cultural shows being organized in the Greater Harrisburg Area (Sagnik Sen and Srikanta Acharya- two leading vocalists from India enthralled the Harrisburg people with their performances), fun filled Picnic at scenic venue of Susquehannock Park located by the River Susquehanna (on the borders of Maryland), eventful Durga Puja'17 with more than 30 families participating , and almost 60 families attending, and a humble Saraswati Puja (in praise of Goddess Saraswati- the Goddess of Learning) done with devotion and pious arrangements.

And all these achievements have been because of the positive spirit and belief of **Sampriti** Team in the principle of Noble thoughts and action. As it is famously said

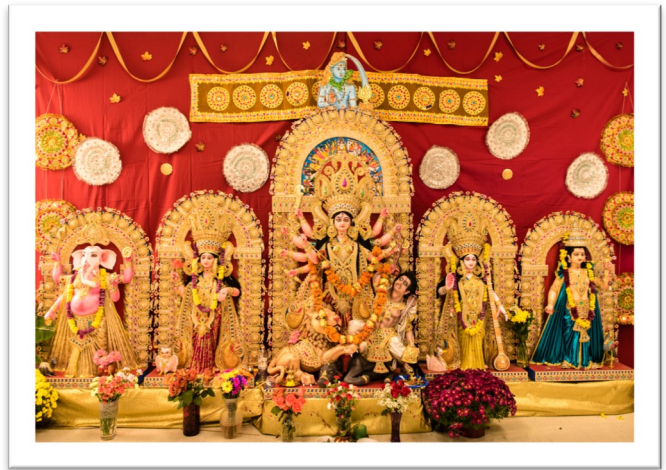
"Community does not form by Numbers, it does so by the Intent"- Sampriti believes and lives the same.

And that's why, **Sampriti**, the Cultural Society of Central Pennsylvania, embraces people from all the cultures and backgrounds to be part of their festivities. So, in true sense, we are an Indian Cultural organization in Greater Harrisburg Area.

Friends, with open arms, we ask you to join us in **Sampriti's** annual event of Sharodiya (Autumn) Durga Puja and experience the joy manifested from the immense blessings of Goddess Durga and the selfless love and affection of all the participating children of the same Mother (Goddess Durga) as we believe that we all are the children of immortal Bliss.

We look forward to having you in other following events too continuing through 2018 and 2019.

"Those who wish to sing always find a song"- Sampriti is singing the song of glory. Friends...Join us in the choir!!!



1st Durga Puja 2015





Mega Musical Evening with Legend Srikanta Acharya, October 7, 2017



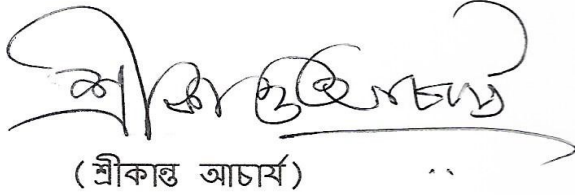
A soulful Musical Evening with live band



শ্রীকান্ত আচার্য

তেমন ভালো লিখতে পারি না ব'লে আমার একটা আক্ষেপ থেকে যাবে সারা জীবন। কিন্তু লিখিয়ে হতে না পারলেও একজন আগ্রহী পাঠক হয়ে থাকার চেষ্টা করি। সেটাও তো সমান দরকার। আর, আমার মতো আরও অনেক পাঠকের মনের খিদে মেটানোর জন্য চাই বই বা পত্রপত্রিকা। 'সৃজন' তাই আমাদের সবার আদরের, প্রতীক্ষার।

অনেক শুভেচ্ছা জানালাম। 'সৃজন' পৌঁছে যাক সবার হাতে হাতে।


(শ্রীকান্ত আচার্য)

১৮ অক্টোবর ২০১৮



Nostalgic moments from the past events



Mahalaya, Sanskriti Dance, Sagnik Sen, Saikat Haldar, Durgotonashni, 7 Heroines of Tagore



Contents

Help!/Mythili Pai — Page 10
Exercise and Health/Dr. J. Sinha — Page 12
Grand Canyon and .../Rishi Banerjee — Page 14
নির্ব্বরের কান্না/ Narendra Dewri — Page 15
My Grand Parents 50th .../Poorna Chatterjee — Page 16
শারদ অর্ঘ / Prashanta Majumdar — Page 17
The 3 R's/Arman Kazi — Page 18
তিললী/ Arman Kazi — Page 18
One Valentine's Night/Sriparna Das Banerjee — Page 20
খুদেদের গোয়েন্দাগিরি দ্বিতীয় পর্ব/ Suparna Gope — Page 24
পূজো/ Subroto Chakraborti — Page 25
কপাল/ Devidas Niyogi—Page 30
Aloha/Ryma Saha — Page 33
হনু সংহার/ Dr. Pritish Mondal—Page 34
কবিতা লেখা/ Prashanta Majumdar—Page 38
দূরে পথে দীপশিখা/ Dilip Sen — Page 40
New York City/ Ishita Mitra—Page 43
"Wolf" Packs of Kolkata / Aratrika Chakraborti —Page 44
Why France is The Most Popular /Silvi Sheth —Page 46
বিপ্রতীপ / Ramendranath Bhattacharya — Page 48
ভোজবাড়ী/ Paritosh Das—Page 48
Paintings by various talented contributors throughout the magazine



Pritha Sahu, WB, India

Published by the

SAMPRITI-CULTURAL SOCIETY OF CENTRAL PA

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views/creations of the respective authors and do not necessarily represent those of the Sampriti - Cultural Society of Central PA or the publication's editors.

Cover Illustration: Ankita Sinha Roy

Designed & Edited by: Sampriti Magazine Team





Help! Mythili Pai, Hershey, PA

Bang! Bang! We were in trouble and we knew it. My stomach was churning with mixed emotions. My sister's teeth were chattering so loud that they might have been heard from the other side of school.

"Calm down" I told her in a steady voice.

"How can I calm down if we are locked in this school forever and ever"

"Well... I could go look for an unlocked door so we could get outdoors". I told her in an uncertain way.



"Wait a second" Kavya said. "Today is December 21st"

"Yep" I confirmed

"That mean we will be stuck in the building for the rest of winter break! "My sister whispered

My gasps answered the comment

"We will have no food, water, no heat, but worst no winter break" Kavya yelled. We might die because of starvation or... or frostbite.

She was right except for the death part. We were not going to die from frostbite or starvation, but what would we do mopping around the grey tiled floor, and why would we want to spend our winter break eating soggy pizzas and moldy bread while our friends would be eating delicious meals. Suddenly, my thoughts were interrupted by a faint sound that sounded like footsteps. SHHHHHH...

"You hear that Kavya?" "Someone's coming". "Quickly hide so we can find out who it is," I whispered. We quickly hid behind the antique desk that the teachers thought would be valuable someday. Just then, the footsteps got closer, and soon two stick like legs went past us. Slowly rising from our hiding spots, a tall figure

pasted us, because of our distance we couldn't tell if it was a lady or man.

Creeping up from our spot I tip-toed following the "thing". Before I could move a muscle, the person came to a halt. I knew this meant it had reached its destination, but a thought crept my mind: Why would the man or woman, stop at a blank empty wall. Seconds later the person pressed the wall, and there suddenly a secret passageway appeared, and the mysterious figure jumped in. I slowly crossed the hallway, and found out the wall hid a camouflaged white button. No wonder I never noticed that I thought. Sprinting down the hall I quickly went to the antique desk that my sister was hiding by.

"Quick there's something weird going on, follow me".

"What!!!!" Kavya yelled

"Just follow me" I said in frustration.

Just then the same old footsteps came creeping our way.

"Let's hide" My sister whispered.

We slowly went to the nearest classroom. On the teacher's name board it said in big bold letters MRS. BREAM 4th GRADE TEACHER ROOM#74. Scrambling through the chairs and desks we reached the back of the classroom. We knew we were thinking the same thing.

"Get back here and hide" we both exclaimed at the same time. Hiding back behind the desk I noticed a piece of paper. It was small and round, but crinkled up. Picking the wrinkled paper I read it aloud so I could draw my sisters attention. It said in a fancy font: To Mrs. Bream "Meet us at 5:00 in the secret passage". Don't show this note to anyone! After reading the note we raised up from our spots, but suddenly a loud banging sound was heard from the door. It was so loud I thought I would go deaf! Slowly my sister crept up and peeked from the eye hole. "

Its Mrs. Bream!" She screamed

"Here just open the door and then run as fast as you can so you won't get caught" As I told my sister,



Help! Mythili Pai, Hershey, PA

opened the latch, and speed ran all the way zig-zagging.

“You reached just in time”. We both high fived. I was right, Mrs. Bream just opened the door burst in and yelled

“Who walks in my classroom” We both closed our mouth shut so we wouldn't say a word. Then, after not hearing a sound of any kind she shuffled through the papers.

“Here it is the paper Zoey wrote me”. Then Mrs. Bream not knowing we were hiding in her classroom said out loud everything written on the note.

“We're so lucky we put that note back in the pile” Kavya murmured

“Yep but we have to follow Mrs. Bream and see what secret thing she's talking about.” Mrs. Bream immediately left the room, but before leaving we made a smart move and swooped Mrs. B's phone so we could have proof... We finally reached the same wall I had seen the button against. Once again Mrs. Bream pressed the camo button. Same as before a steep hole appeared, and Ms. B jumped in. This time we jumped in a few second after so we wouldn't be caught. “



“Whoop”. “That was a tremendous ride” my sister whispered. We tiptoed slowly and.... “What the heck”. We both screamed. Millions of small gold coins and colorful gems covered the steep floor.

“Who is following me”. It was Mrs. Bream.

“Um...”

“You're a thief” my sister finished the sentence for me.

“Now” My sister said in a loud whisper. . Fetching the phone from my pocket I took 6 photos of Mrs.

Bream and the gold, and their evidence.

Finding Mrs. Reese, the Principal's phone number I immediately clicked CALL....

It has been 2 days since the “incident”, and I have been sick because the heater was off at school... As soon as I hit the call button on Mrs. B's phone. Ms. Reese came to the phone, after telling her everything. She quickly came to the school and sorted out the problem. Apparently, Mrs. Bream was in the salary's chamber which no one knew about including Mrs. Reese herself. She talked to the secretary, and finally they fired Mrs. Bream. “



“She should have told us if she knew the secrets of the salary chamber.” “Thanks girls for helping us find the criminal of the school.” Immediately, Mrs. Reese called our parents, and in a few seconds, they were here at the school. After we were back home, we caught fever. “Looks like we won't be going anywhere this winter time”, mom had said.

“Who cares” I had told her. “We are going to be famous, Mrs. Reese had said it herself”. Mom had laughed, but when

Kavya had showed her we were on the front page of the newspaper her laughing had stopped. This was the best adventure of my life. Scary, mysterious and fun all at the same time.



Titli Arman Kazi, Hershey, PA



Exercise and Health

Dr. J. Sinha, Mechanicsburg, PA

According to the Darwin's Theory of Evolution, human beings evolved from animals millions of years ago. In the beginning, men and women had to work hard to find and gather food. The efforts required us to exercise regularly to survive. As time passed, we became clever. We gathered food for days, weeks or months at a time. We no longer needed to exercise daily. Yet, routine exercise remained a part of our lives.

In the recent past, as we progressed on the economic ladder, we accumulated wealth, had other people do the work for us to meet our necessities to eat, drink and live. Some of us were even lucky to move to other countries, like the United States of America and accumulated considerable wealth. Daily exercise was no longer needed to meet the needs of life.

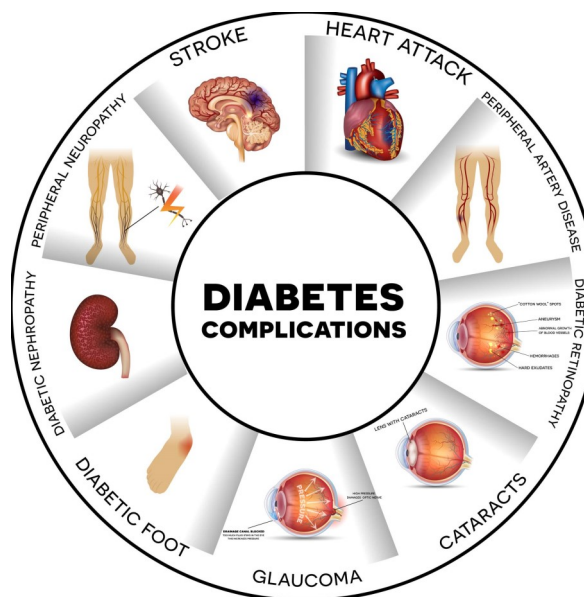
Hundred years ago, humans lived only up to their twenties or thirties. Very often, they became victim of infectious diseases early in life. The progress in medical sciences won over these early killers. We now commonly live in our sixties to nineties. New diseases like diabetes and heart disease have become killers. It has been observed that these diseases are much less common or are much better managed in those who exercise regularly.

Diabetes and Exercise

We all have an organ by the side of our stomach called Pancreas. Inside this organ are cells called Beta cells. These cells produce a hormone called Insulin. In our diet, the substance which gives us energy is called carbohydrate (glucose). After digestion, when glucose enters the blood, it needs insulin. Insulin enables glucose to leave blood and enter the cells of the body, as for example, the muscle cells. Once the glucose is in the muscle cells, the muscle can do its work.

There are two types of diabetes. Approximately 5% patients have what is called, *Type 1*. This type generally occurs in children and young adults. It is believed that an infectious process destroys the cells in the pancreas. These patients are *deficient* in insulin. They need insulin injection several times a day every day. However, majority of the patients with diabetes (95%) have what is called *Type 2* diabetes. These patients generally have the beta

in their pancreas and insulin circulates in the blood. For unknown reasons, their insulin is not effective in helping the glucose in the blood to enter the cells, as for example the muscle cells. The condition is called, *insulin resistance*.



Regular exercise fights insulin resistance and helps restore insulin sensitivity to the cells. The glucose can now enter the cells much easily. A lot of patients, who have required insulin injections or other diabetes medications, can go off their medicines or need significantly lower doses once they begin exercising regularly. All medicines have their side effects. As for example, patients who are on insulin injections may risk having hypoglycemia (low sugar in the blood) and may even pass out. Other diabetic medicines have their own side effects. Regular exercise can reduce or eliminate the chances of these side effects and enable the person to live a much healthier life.

Certain patients are prone to develop diabetes. These include people whose both parents were diabetics, certain women with diabetes during pregnancy and many obese people. They are called pre-diabetics. Appearance of diabetes in this group is either delayed or does not develop at all with regular exercise.

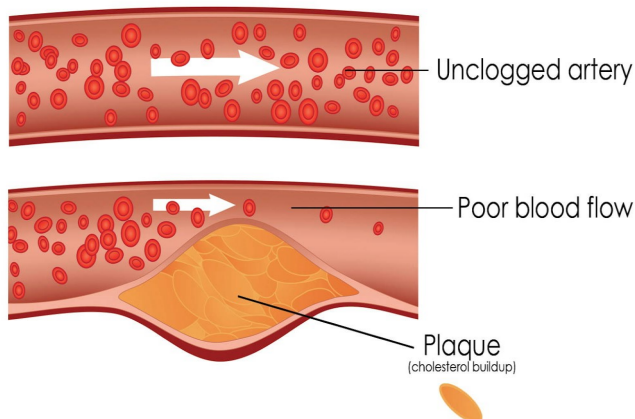
Exercise and Health

Dr. J. Sinha, Mechanicsburg, PA

High cholesterol and Exercise

For many years, the population in India has progressed over the economic ladder. More people have entered the 'middle class'. They have and want everything including rich food. It is even more so in the Indian population settled in the western countries like the United States. More people have automobiles which decreases the need or desire to walk. The cholesterol levels in blood are higher in these populations. There are two kinds of cholesterol- the good cholesterol (protects us from heart disease) and bad cholesterol (gives us heart disease). Diets rich in fat raise the bad cholesterol in our blood.

Cholesterol & Arteries



Regular exercise raises good cholesterol and lowers bad cholesterol in our blood. Thus, exercise benefits us in both ways.

Other benefits of Exercise

Exercise consumes calories and therefore reduces our weight. Many people who are overweight would prefer not to cut down on their eating habits. They rather accumulate calories in the food and later 'burn' those calories during exercise. Other benefits include a general sense of well-being, not feeling tired doing chores at home, etc.

How to Exercise

There are two basic forms of exercise: aerobic and anaerobic. Examples of aerobic exercise include walking, running, treadmill-walking, bicycling, swimming, etc. an example of an anaerobic exercise would be weight lifting. All the benefits of exercise refer to aerobic exercise. During an aerobic exercise, muscle activity is increased. Exercising muscles demand increased blood flow. Increased blood flow requires the heart to pump blood more rapidly and with increased vigor which requires the lungs to work harder to get rid of the carbon dioxide produced by the muscles and to supply the muscles with more oxygen. The coordinated functions of the lungs, the heart, the blood and the muscles improve our stamina and the benefits stated earlier in this article.

How long to Exercise

Any degree of exercise is beneficial. The American Heart Association recommends to exercise continuously for at least 30 minutes at a time and to exercise at least 4 days a week to get the full benefits.





Grand Canyon and Hoover Dam Rishi Banerjee, Mt. Holy, PA

Last summer we took an extraordinary vacation to the Hoover Dam and Grand Canyon! I learned a great deal and saw a lot of beautiful scenery.

It was August and the temperature was almost 100 degrees Fahrenheit! We were walking around the Hoover Dam in Nevada waiting to tour the inside of the dam. We were dying to get inside the air conditioned visitors center. And soon enough we were inside. Our tour started immediately and we rode a very large elevator down about 530 feet. From there we went to the turbine room where the power is created using water. The Hoover Dam creates 4 billion kilowatt hours of hydroelectric energy per year! Half of our group left and went back to the surface, but we stayed behind and went to a viewing hole in the side of the dam. It was amazing to see the amount of concrete used. During construction, workers used $3\frac{1}{4}$ million cubic yards of concrete! That's enough to create a highway all the way from San Francisco to New York City! After that we went to the turbine room again and got back in the elevator which took us to one of the spillways that were around the dam. We returned to the top and took some amazing pictures. I learned that the Hoover Dam cost \$165 million U.S. Dollars (that's about 3 trillion U.S. Dollars in today's money)! Towards the end of the day we were tired from the heat and the walking. We left and drove to a hotel in Williams, Arizona..



On the second day of our Grand Canyon exploration we went to the South Rim of the Grand Canyon. It was a nice train ride from Williams, Arizona and the view was beautiful. It was very very touristy and you could not get a good long look into the canyon before other tourists made their way to the canyon.

The average elevation of the South Rim is about 6,800 feet above sea level. The South Rim was very hot. It was a dry heat and was a desert atmosphere. We saw birds, reptiles, some rabbits, squirrels, and deer. We also saw a lot of cacti! On the train ride up to the South Rim, we learned about controlled forest fires to help prevent wildfires. All around the train track we saw dead trees and black charred trees everywhere. After staying for a while we got back on the train to Williams, Arizona and from there we drove to Flagstaff, Arizona. We went to a local restaurant for dinner, and went to bed early for a good night's sleep to be ready for the next day.

On our way to the North Rim we stopped at the East Rim and found Horseshoe Bend, a location not



known well to many. It was a strenuous half mile walk to the bend. It doesn't sound like that much but it was over hills on a very dry, sandy path. We took some beautiful pictures. The average elevation of the East Rim is about 4,000 feet above sea level and the atmosphere is the same as the South Rim, a desert.

Grand Canyon and Hoover Dam Rishi Banerjee, Mt. Holy, PA

On our fourth day of exploring we went to the less crowded North Rim. It took us 7 hours of driving to get there.

The average elevation of the North Rim is about 8,300 feet above sea level. At the Visitors Center a Park Ranger said at our current location the elevation above



sea level is 8,803 feet! It was much cooler and there were not very many tourists because of how long the drive is. The environment became a forest. We saw animals such as buffalo, deer, and squirrels. We also saw a lot of pine trees. I learned that the Grand Canyon is only 14 miles from the North Rim to the South Rim as the crow flies, but is about 400 miles by road! Also, the North Rim is only open between the months of May and October because of the extreme weather difference. Can you believe it snows there? When we arrived we ate at a lodge restaurant that was made of huge logs! We got a window seat and the view was beautiful. Afterwards, we went to take some pictures and walked on the trails. Some of the trails were very narrow and you have to be very careful walking around other people! It was much cooler there which meant we could do more outside stuff. After hiking a little, we drove back to Flagstaff, Arizona.

Last summer I took a unforgettable vacation that was very scenic and educational. If I were to go back I would visit the West Rim and learn many more facts that I didn't know before!

নির্ব্বরের কান্না Narendra Dewri, Brooklyn, NY



তুমি আমার জন্মভূমি মাতা সম,
তোমার ভাল্ভার সদাই পূর্ণ,
বিলাইতে সন্তান মাঝে, রেখেছো যত্ন করে।

তোমার এতো আয়োজন, তবে আমি কেন অভাজন,
রেখেছো মোরে দরিদ্র করে কোন ইশারায়,
কোন অপরাধে হলাম অনার্য, জীর্ণ দেহকায়।
জানি তুমি দেখে যাও সকলই, নাহি শুধাও কখনি।

লুটেরা লুটেছে অনাবিল, রীতি নীতি গড়া তাদেরই,
পেতেছে সুনিপুন ফাঁদ, চলে শুধু বেচা কেনার হাট।
অশিক্ষায় শিক্ষা, নিরুন্নে অন্ন,
গৃহহীন আশ্রয়, বস্ত্রহীন বস্ত্র,
আছে আরও যত বিনোদন ও শিল্প এ জগৎ ভরা,
কিনে নেয় তারা, কোনো নাই বাধা,
দিয়ে অর্থ ভারা ভারা।

আর কত দেখবে মাগো এই অনাচার,
ক্ষুধার জ্বালায় নিষ্পাপ শিশুর হাহাকার,
না পাওয়া, না খাওয়া মানুষের দীঘা নিশ্বাস,
অকাল বিসর্জন দেখে কাঁদেছে আকাশ বাতাস।

তবু তুমি ভাঙ্গ না কেন সে সম্পদের সমাহার
বৈষম্যে বিভক্ত সমাজ,
তুমি কি হয়েছে এতই নিলাজ?



My Grandparents 50th Anniversary Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ

“SURPRISE!”, the room exploded! The sounds of a marriage began to play throughout the room. Let me rewind, just a bit so that you can understand what's really going on. It all started with the planning all the way from February. We had to come up with many lies as to why my grandma had to bring a *banarasi* saree; our excuse was that we had a themed anniversary party to go to. We had to make sure that my grandparents wouldn't suspect anything so my father did not mention bringing the “special” dresses until at the end when my grandparents were packing. Since my dad was in India, it was easier to communicate as to what my grandparents needed to bring, my grandmother a *benarasi* saree and my grandfather a *dhuthi* and a *Punjabi*.

SURPRISE!

For all of the preparations, there were frequent trips to the Dollar Store for plate fillers, malls for purses and watches, and of course the online world for the take home gifts for the guests, our beloved friends and family. My mom and my mom's friend had to do all the shopping in secret including the materials for *boron*, all the watches, chocolates, and many more amazing gifts for my amazing grandparents. Two weeks before the big day, my mom and I went to my friend Tanya's house to put together the take-home gifts for the guests while my mom and my mom's friend (Tanya's mom) worked on arranging, decorating, and wrapping the other things. The night before at 11:30 pm, my family along with Tanya's family went to the venue, Guru Palace with the excuse of going out although we were really going to decorate for the next day, August 15th.

All the goods were loaded into the cars from Tanya's closet (our hiding place) so we could set up everything before we arrived the next day. While everyone worked on finishing the decorations and the placement of everything, I finished a presentation which had pictures of a typical Bengali marriage accompanied with the beautiful sounds of a *shenai*.

The next morning, my mother, my friend Tanya, her brother, her mom, and I left for a Guru Palace early so we could organize everything and get the *boron* ready. We had to get the audio hooked up, we had to get the *boron* organized, and of course we had to get the World Cup Final playing on the TV screens. After I was able to help out as much as I could, I went ahead and changed in the bathroom as I had only come in casual clothing. 30 minutes later, everyone was waiting inside, waiting for my grandparents to arrive. We started to hear commotion outside and a family friend told us that it was indeed my grandparents. The whole room was buzzing with excitement but was quiet as we waited for the arrival of the special guests. The door cracked open and the ‘Ulu’ began along with the shank. My grandparents still not realizing the surprise, my mom explained (in Bengali of course), “This is a surprise for you, a party for your 50th anniversary!”. The faces of both my grandma and grandpa were in complete shock since they were not expecting this outcome at all. Along with my dad, I let my grandparents sit to their nicely decorative ‘*Simahasan*’ in the middle of the back of the room. I stood to the side as I watched the traditional Bengali marriage rituals take place, starting from the *boron*, to the *mala bodol*, to even putting on the *sindhur*. I along with my many friends and family was able to witness a great moment in one's life.

After everyone was settled and my grandparents got over their initial shock, the emcees took over and a joyful afternoon with performances (as planned) started. Performances included dances, songs, poems, and speeches. I participated in a dance along with a friend of mine and gave a speech regarding the preparations and joy of this wonderful day. My speech was prepared beforehand on phone so that I wouldn't forget to mention anything but of course, there had to be a little chaos. In the midst of the chaos of getting ready, my purse was hidden among all the gifts and my phone was in there. So, I gave an impromptu



My Grandparents 50th Anniversary Poorna Chatterjee, Plainsboro, NJ

speech which I believe was better than the one prepared; this was a speech filled with raw emotion and true feeling. My parents gave speeches as well and many friends performed their own pieces of love to my grandparents and in honor of their 50th anniversary!

So much planning, hard work, and a tid bit of lying pulled off the perfect surprise for my beloved grandparents! This is one of my best memories and definitely



one of the best surprise parties I have been to. Along with the help of friends, we were able to pull off a beautiful celebration of my grandparents great 50th anniversary!



শারদ অর্ঘ Prashanta Majumdar, WB, India

শরৎ কালে নীল আকাশে
শারদ বাঁশি বাজলো
আকাশে আজ নতুন খুশীর
নতুন ছোঁয়া লাগলো ।

নবীন মেঘে রং লেগেছে
আজ পেয়েছে ছাড়া
যাচ্ছে ভেসে কোন দেশেতে
রৌদ্র ছায়ার কারা ।

আকাশ বাতাস গন্ধে ভরে
কাশফুলের ছন্দ তোলে
নব নবীন আনন্দে
আসছে পূজো , আসছে ছুটি
সবাই মাতে আনন্দে ।



The 3 Rs Arman Kazi, Hershey, PA

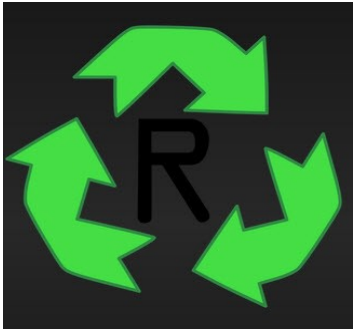
तितली Arman Kazi, Hershey, PA



The 3 R's – Reduce, Reuse, and Recycle are very crucial for keeping our home and our planet clean and safe. If we don't follow and practice the principles of 3 R's then our land, water, and air would get polluted with harmful substances for life on Earth including plants, animals, and us – human beings! So let us all clean our homes, schools, hospitals, cafeteria, malls and work place etc. based on the principals of 3 R's. By reducing waste, by reusing what we can reuse, and by recycling what we cannot reuse, we will keep our home and our planet Earth clean and safe for all living beings.



I was in our school cafeteria eating lunch and a thought came to my mind that we produce a lot of waste. Whether we are buyers or packers, what could we do to reduce waste? I noticed boys and girls at my table and in the cafeteria bring lot of plastic bags, zip-locks, disposable spoons, forks, bottles, which produces a lot of plastic and other types of waste. In fact even I was bringing zip-lock bags to keep separate my salty foods from my sweet food items. I started wondering what can I do to reduce waste and I thought if each one of us brings something reusable then we can reduce our waste!



Being a packer, I thought if I could bring a lunch box with compartments so my foods don't get all mixed up then I would not have to bring plastic or zip-locks bags for my sandwiches and I could still keep my carrots and dry fruits from mixing-up! So I talked to my parents about it and they got me the coolest green lunch box with many compartments including reusable spoon and fork! They did not stop at that and even got me reusable water bottle!! Now all that remains on my part is to say "Thank You" to my parents and to our planet Earth for receiving so much every day .

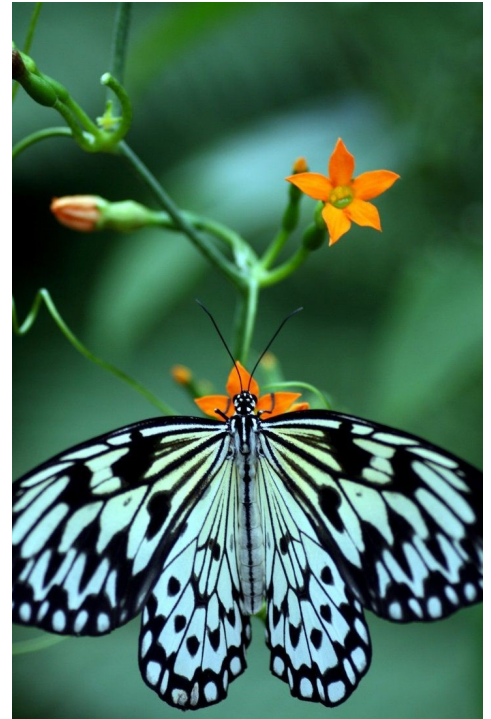


तितली उरती फिरति है
नील गगन में
देखो कितनी इतराती है
खुले पवन में ;

रंग बिरंगे फूल खिले है
सुनहरे धुप में झूल रहे है
कितनी सुन्दर चाबी बानी है
खुशबू से भर गयी पृथ्वी है ;

इस सुन्दर दृश्य में तितली नाच रही है
अपना पंख फेहलाया झूम रही है
फूलन को वह परख रही है
फूलन का रास पान कर रही है ;

नज़दीक आओगे तोह दार जाएगी
और छुओगे तोह वह उर जाएगी
दूर से देखो इस सुन्दर तितली को
आनंद तो और सम्मान करो इस सृष्टि को





Sunset on the Sea
Aratrika Chakraborti, Carlisle, PA



Tanisi Biswas, Mechanicsburg, PA

Arman Kazi, Hershey, PA



One Valentine's Night Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ

1

45 speed limit, কিন্তু 28/29 এর বেশি speed তোলাই যাচ্ছে না।
45 speed limit মানে অনেক টাই, 45 mile /minute.

“এতো কুয়াশা একেবারে zero visibility. কেন যে রাস্তার আলো
গুলো জ্বলে না কে জানে, একগাদা ট্যাক্সি ভরো, সার্ভিস বলে
কিছু নেই।”

খুব রাগ লাগছে অয়ন এর। এমন ভাবে গাড়ি চালানো খুব
কষ্টের।

পাশের সিট এ বসে রুচি কিন্তু খুব এঞ্জয় করছে। তাই অয়ন এর
কথার সাথে কথা না মিলিয়ে একমনে কুয়াশা ঢাকা রাস্তা
দেখছে। গাড়ির হেড লাইট এ কুয়াশা টা আরও ঘন লাগছে।
জানলা দিয়ে দু ধারে দেখলে শুধু কালো কালো জঙ্গল চোখে
পরছে। কে বলবে আর ১.৬ মাইলের পর কোনও residential
area পরবে, যেখানে থাকে Laxmi রা। আজ ওদের বাড়িতেই ৭
টায় ডিনার এর নেমতন্ন দু জনের। কিন্তু already তারা দেরি
করে ফেলেছে, ৭.৩০ তো কখন বেজে গেছে। শীতকালে ৫.৩০
তে সূর্য ডোবে, আর ৬ টার পর একেবারে অন্ধকার। আর
তারমধ্যে আজ সারাদিন সূর্যই ওঠেনি, বৃষ্টি মেঘলা দিন সকাল
থেকে।

রুচি র মেঘলা দিন ভালো লাগে, এর মধ্যে ঘন কুয়াশা টা আরও
আকর্ষণীয়ও। খুব রোমান্টিক, না রোমান্টিক না কেমন গা



ছমছমে শিহরনের মতন। যদি এই ঘন কুয়াশা টা কাটলে দেখা
যায় কেউ দাড়িয়ে আছে।

কাঁচ করে জোরে শব্দে কল্পনা টা ভেঙ্গে যায় রুচি র।

“কি হোল?”

“আরে মনে হয়ে হরিণ ছিল, দুম করে একদম গাড়ির সামনে
চলে এসেছিলো, জোরে ব্রেক না কষলে লেগে যেত।” বলল
অয়ন।

“কিন্তু” ...

“কি হোল? Already late ” রুচি র কথার কোনও উত্তর দেয়
না অয়ন। “গাড়ি টা তো আর অন হচ্ছে না ” অয়ন বলে ,

অনেকক্ষণ পর। “ব্রেক কষে স্টপ করলাম ব্যাস ডেড স্টপ”
। “এ আবার হয় নাকি? ” রুচি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে
। গাড়ি চালানো সে শিখেছে কিন্তু চালানো হয়ে ওঠেনি , USA
তে license ও নেই ওর। গাড়ি সম্বন্ধে বেশি কিছু জানাও নেই
তার।

“দেখি আমি একবার চেষ্টা করে” ।। অয়ন এর থেকে চাবি টা
নিয়ে একবার চেষ্টা করে সেও, সত্যি গাড়ি টা আর START ই
নিচ্ছে না।

“কি হবে এবার? Laxmi কে ফোন করে দেখি একবার। এই
তো এসেই গেছি almost . আর ৪/৫ মিনিটে ই পৌঁছে
যেতাম। ” “করো তাহলে, ” অয়ন বলে।

“একি ফোনে তো একটাও নেটওয়ার্ক বার নেই। ” রুচি খুব
অবাক হয়ে তাকায় ফোন এর দিকে।

“তুমি করো তো আমি নাম্বার দিচ্ছি,” বলে রুচি।

“আমার ফোন এ কোনও চার্জ নেই, টাইম পেলাম কই চার্জ
দেবার? সকাল থেকে তো বাড়ির বাইরে,” অয়ন জানায়।

“মাথা টা গরম হয়ে যায়ে শুনলে, দরকারে জীবনে যদি
কাজে আসে তোমার ফোন টা, মাক্কাতা আমলের ফোন
নিয়ে ঘুরবে” কথা গুলো রেগে গিয়ে বলে রুচি অয়ন কে।

সত্যি তো নতুন ফোন এ নাম্বার গুলো transfer করাই হচ্ছে
না। তাই সিম কার্ড টাও ভরা হয়নি।

দুজনে জানালার বাইরে তাকাল একবার, কালো একটা রাত
আর কিছু না। শুধু অন্ধকার।

হটাৎ মনে হোল গাড়ির সামনে একটু দূরে কেউ হাত নেড়ে
ডাকছে।

“আরে Laxmi তো, ”রুচি চিনতে পেরেছে।

“বাঁচা গেলো , ওর বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলে শান্তি, ” রুচি
বলল।

অয়ন ও দেখেছে কেউ ডাকছে, কিন্তু Laxmi কিনা বোঝা
যাচ্ছে না।

“চলো নামো।”- রুচি বলে।

“গাড়ি কি করবো? মাঝ রাস্তায় এভাবে ছেড়ে যাব নাকি ? ”
অয়ন চিন্তা করে বলে।

“তো আর কি করবে ? চলছে তোমার গাড়ি ? ওর বাড়ি যাই
তারপর দেখছি। ”

“OK ”- বলে নেমে পরে অয়ন ও।

দুজনে Laxmi কে follow করতে থাকে, সেই ঘন কুয়াশা ,
ভিজে ভিজে সন্ধ্যা , অন্ধকার জঙ্গল দু ধারে।

One Valentine's Night Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ

“কি জোর হাঁটছে মেয়ে, ধরতেই পারছি না” রুচি বলে।

“এমা, ওদের জন্য আনা গিফট টা তো গাড়িতেই রয়ে গেলো, একটু দাঁড়াবে নিয়ে আসি”? রুচি বলতে অয়ন পেছনে তাকায় কোথায় গাড়ি?

“খুঁজে পাবে না অনেকটা এসে গেছি, ছাড়ো, গাড়ির কোনও বাবস্থা করতে আসব যখন দিয়ে দিয়ে তখন।” অয়ন জানায়।

সামনে তাকাতে আর Laxmi কে দেখা যাচ্ছে না।

“Hello, Laxmi, are you there?” রুচি চিৎকার করে।

Laxmi রা দক্ষিণ ভারতীয়, USA আছে অনেক বছর। হিন্দি জানে কিনা জানা নেই, প্রথম দিন থেকে ওদের সাথে ইংলিশ এই কথা হয়। একদিনের আলাপ টাও দোকানে।

“Hello, Laxmi, are you there?” রুচি চিৎকার করে আবার, কেউ কোথাও নেই।

অয়ন হঠাৎ প্রশ্ন করে – “Laxmi জানলো কি করে আমাদের গাড়ি খারাপ আর আমরা এখানে আটকে আছি?”

2

কথাটা মাথায় আসতেই সারা শরীর যেন হিম হয়ে এল। মনে হোল এখনি দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বাড়ি চলে যায়। কি বিপদ সামনে অপেক্ষা করে আছে কেউ জানেনা। সামনে পেছনে ওদের দুজনে ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই, বা হয়েত আছে কেউ।

“এখন উপায়?” – অয়ন জিজ্ঞেস করে।

একে অন্যের হাত ধরে আরও কাছে ভয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

“যতটা এসেছি আর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিক নিতে হত, জিপিএস এ যতটা দেখেছি” – বলল রুচি।

“তাহলে এগিয়ে গিয়েই দেখি, ব্যাক করে গাড়ি অন্ধি গিয়েও তো কোনও লাভ নেই, গাড়ি চলবে না” – অয়ন বলা শেষ করে রুচি র হাত ধরে অজানা এক আশঙ্কা বুকে নিয়ে সজোরে হাঁটা লাগায়।

হাতের কাছে কোনও লোহা নেই, বলে শরীরে লোহা থাকলে কোনও বাজে হাওয়া গায়ে লাগেনা, কোনও অশুভ ক্ষতি করে না, তাই ছোটবেলায় বাচ্চা র বালিশের তলায় লোহার চাবি রেখে দিতেন মা মাসি দিদা রা। আমেরিকাতে আসার পর থেকে শাঁখাপলা ও আর পরা হয় না, ওটা সাথে থাকলেও আজ হয়েত পার পাওয়া যেত। কুসংস্কার না বিশ্বাস কে জানে, এখন যা পরিস্থিতি তাতে যেকোনো কুসংস্কার গ্রহণীয় – এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটে রুচি। সত্যি ই বেশ কিছুটা চলার পর সিগনাল আসে, তারপর বা দিকে হাঁটতে থাকে দুজনে।

তার মানে ১.৬ মাইল এর ১ মাইল পেরিয়ে এসেছে তারা। কারোর মধ্যে কোনও কথা নেই, কিছুক্ষণ আগে যা ঘটল তা কি সত্যি ই ঘটেছিল নাকি কল্পনা করেছে তারা? দুজনে একি রকম কল্পনা করেছে, ভাবতে থাকে রুচি।

“সিগনাল কার জন্য অন অফ হচ্ছে? একটা লোক গাড়ি কিছুই তো নেই রাস্তায়, কোনদিন চলে বলেও তো মনে হচ্ছে না এই পথে, আমেরিকা র রাস্তাতে হাঁটলে পুলিশ ধরে, তারা তো এক মাইল পেরিয়েও এলো কোনও পুলিশ এর দ্যাখা নেই” – অয়ন বলে, আজ তাদের ধরে নিয়ে গেলেও যেন তারা বেঁচে যায়।

ভয় টা কেটে গেছে দুজনের। মনে নিয়েছে দুজনে অলৌকিক কল্পনা করতে করতে সত্যি কিছু একটা ভেবে ফেলেছিলও।

“আর ০.৬ মাইল গেলে কোনও residential area পরবে, কারোর বাড়ি তে হেল্প চাইতে হবে একটা কল করার জন্য। আর উপায়ে নেই কোনও।” রুচি বলে চুপ করে।

কিন্তু সত্যি ই এতটা ভুল দেখল দুজনে? মন টা খুঁত খুঁত করছে রুচি র। হতে পারে অয়ন এর ও।

Almost double distance cross করার পরও কোনও residential area চোখে পড়লো না কারোর।



যেটা এলো সেটা একটা Cemetery. মানে শ্মশান বা কবর স্থান।

রুচি এটা দেখে মনে মনে একটু হাসলো। কারণ অয়ন বরাবর এই জায়গা গুলো এড়িয়ে চলে, মানে Cemetery র কাছে কোনও বাড়ি নেবে না, এমনকি গাড়ি থেকে যাবার সময়ে ও চোখে পরলে তাকায় না। আজ ও কি করবে সেটা ভেবে রুচির হাসি পেল।

“এখান থেকে চলো তাড়াতাড়ি” – অমনি অয়ন বলে ওঠে।

“কোথায় যাব? আর পারছি না হাঁটতে” – রুচি র উত্তর। মনে হচ্ছে দূর থেকে কোনও একটা লোক হেঁটে আসছে। আবার মনে ভয়ের সঞ্চার হয় দুজনের। লোক টা একটা টর্চ জ্বালিয়ে আসছে তো।

One Valentine's Night Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ

অয়ন আর রুচি অনেকটা দূরে সরে দাঁড়ালো।

লোক টা পার্ক এর গেট খুলে ঢোকে তারপর একটা কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়।

কোনও লোক দেখে দুজনের ই মনে আশার সঞ্চার হয়।

"Excuse me " – ডাক দেয় অয়ন।

লোকটা পাত্তাও দিলো না, হয়ত শুনতে পায়নি।

"Excuse me " ----- আবার একটু জোরে ডাকে অয়ন।

লোকটা পেছনে ফিরে তাকায় এবার, ধীরে ধীরে কাছে আসে। অয়ন আর রুচি একে অপরের হাত ধরে থাকে শক্ত করে, কি জানি এটাও মনের ভুল নাকি সত্যি লোকটা হেঁটে আসছে ওদের কাছে।

"Yes, " – কাছে এসে বলে লোকটা।

"Do you have your phone with you? I mean, can I use your cell phone, need to do an urgent call, we do not have charge in our phone " – জিজ্ঞেস করে অয়ন।

লোক টা আমেরিকান, বেশ লম্বা, বলা যায় well built. বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব। "I'm sorry, I do not have any phone with me, I'm here to meet with my girlfriend so don't want others to disturb us." – উত্তর দিয়ে লোক টা চলতে শুরু করে।

কোথা থেকে এলো, কোথায় girlfriend, কেনই বা এখানে তারা দ্যাখা করবে, ফোন সাথে না রাখার অজুহাত কিছুই মাথায় ঢুকল না রুচি র। সব ই কেমন অদ্ভুত লাগলো।

"বুঝলে কিছু? " – জিজ্ঞেস করে অয়ন

রুচি কিছুই বোঝেনি, কি আর বলবে।

"মনে হয় লোকটা ওর girlfriend এর সাথে মানে girlfriend এর স্মৃতির সাথে একা থাকতে চায় কিছুটা সময়, তাই এখানে আর ফোন টোন আনেনি।" অয়ন বোঝায় তার মন্তব্য রুচি কে।

"Do you guys need any help?" –লোকটা আবার ফিরে এসেছে জিজ্ঞেস করতে।

"Actually Yes, Can you please let us know where the address is? And how far that is? I'm showing you the address." রুচি বলে

"Disgusting – ফোন টা আর অন ও হচ্ছে না তো। I'm sorry my phone is also out of charge might be " – রুচি জানায় লোক টা কে, কিন্তু কি করে সম্ভব? ফোন তো পুরো চার্জ দিয়েই বেরিয়েছিল সে, সারাক্ষণ গাড়িতেও চার্জেই ছিল।

লোকটা হাসল একটু, যেন ও জানে ফোন টা অফ এবং কেন। "Let's sit there " –একটা বেঞ্চ দেখিয়ে লোকটা বসতে বলে

ওদের, কোনও উপায়ে না দেখে অগত্যা তারা রাজি হয়ে। খিদে তেপ্টা কোনও অনুভূতি ই তাদের আর নেই, অথচ কখন খাবার জল খেয়েছে সেটা ও আর মনে নেই, কটা বাজে, কখন কি ভাবে বাড়ি পৌঁছেবে আদৌ পৌঁছেবে কিনা কেউ জানে না।



লোকটা বসে ওদের সাথে, ওদের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ও করে না, কোনও কৌতুহল ও তার নেই, যে এই মাঝ রাত্তে তারাই বা কেন এখানে?

উলটে বলতে শুরু করে, তার girlfriend Mary এর সাথে দ্যাখা করার কথা ছিল, Valentine Day Celebration Party ছিল, কিন্তু Party তে পৌঁছনোর সময়ে রাস্তায়ে তার girlfriend এর গাড়ি র দুর্ঘটনা ঘটে তাতে সে মারা যায়। ওদের পরের বছর বিয়ে করার কথা ছিল। তা আর হয়নি, কিন্তু সে প্রতি Valentine Day তে আসে এই জায়গাতে কিছু আশা নিয়ে আসতে চায়। আর সারা রাত কাটাতে চায় এখানে।

সত্যি তো আজ Valentine Day ছিল, নিজেদের বিয়ে হয়েছে ৬ বছর আর বোকা বোকা Valentine Day মানায় না তারা – ভাবছে রুচি। লোকটা বলল ও সারা রাত থাকে Valentine Day দিন, মানে আজও থাকবে? কথাটা ভেবে শান্তি পায় রুচি, যাক কেউ তো থাকবে বাকি রাত টা একা ভয়ে কাটবে না।

কথাটা ভাবার সাথে সাথেই লোকটা বলে – "Ok, See you then, take care you both "

লোকটা কি মনের কথা শুনতে পারছে সব? ভাবে রুচি।

কি হচ্ছে ভেবে পাচ্ছে না। পুরোটা কি স্বপ্ন দেখছে?

লোকটা কে নিজে থেকে কি বলতো ওদের অবস্থা টা, যে ওদের সাহায্য চাই। আবার সেই একাকীত্ব, ভয় নির্জনতা।

বেঞ্চ মাথা এলিয়ে দেয় দুজনে।

ভবিষ্যৎ কি ভাবার ক্ষমতা নেই আর। লোকটা একটু পর মিলিয়ে গেলো সেই ঘন কুয়াশায়।

One Valentine's Night Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ

3

Apple Phone এর ringtone এ ঘুম ভাঙ্গে রুচি র। নাম্বার টা Police Station এর।

"Can I speak to Ayan Basu ? " Officer এর গলা।
"Yes Please, " – রুচি ফোন টা অয়ন কে দেয়।

তারা still সেই বেষ্ট এ বসে আছে, কিন্তু কোথাও তো কোনও Cemetery নেই। কিন্তু কিছুটা area cover করা। যেন ওখানে কোনও বাড়ি হবে। মানে জমি টা Sold Out.

আকাশে আলো ফুটবে ফুটবে করছে,

"Yes that's my car" – অয়ন বলে।

রুচি কিছুই বুঝতে পারছে না। ফোনটায় কিছু ঘণ্টা আগে না ছিল কোনও নেটওয়ার্ক, এমনকি ফোন টা অন ও হচ্ছিল না, এখন পুরো নেটওয়ার্ক আছে ফোন ও দিগ্বি চালু, অথচ কাল রাত থেকে ওরা একি জায়গাতে বসে আছে, মাঝে না জানি কখন চোখ লেগে গেছিলো, ঘুমিয়ে পরেছিল দুজনে।

অয়ন কিছু হিন্ট দিচ্ছে জায়গাটার কোথায় আছি সেই নিয়ে।

কিছুক্ষণ পর একটা পুলিশ ভ্যান আসে। তাদের নিয়ে যায় লোকাল পুলিশ থানায়। পুলিশ কে কি বলবে কাল কি হয়েছে ওদের সাথে। আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে।

থানায় পৌঁছে গাড়ি টা ছাড়ায়, তখন জানতে পারে যে জায়গা থেকে ওদের আনা হোল এখন সেখানে কাল রাতে একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটে। সেটা র জন্য পুলিশ এলে মাইল খানেকের মধ্যে ওদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দ্যাখে, কোনও ড্রাইভার না থাকায় সেটা ওরা তুলে নিয়ে যায়। বার বার ফোন করা হয় কিন্তু ফোন পাওয়া যায়নি। রুচি জানায়, গাড়ি চলছিল না দেখে ওরা নেমে হেল্প চাইতে বেরায় কিন্তু এতো কুয়াশা তে হারিয়ে যায় এবং সারা রাত ওই বেষ্টটাতে কাটাতে হয়। ফোন এর কথা আর অফিসার জিজ্ঞেস করেনি। কি বুঝল কে জানে।

ফোন গাড়ি আর নিজেদের জীবন ফিরে পেয়ে অয়ন আর রুচি ধাতস্ত হয়। বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসে, মনের মধ্যে দুজনের প্রশ্নের
সাইড ব্যাগ থেকে
করতে গিয়ে
হাতে লাগে, বের
ছোট গিফট বক্স,
Greetings
ized Greetings
এর ছবি তাতে। Card টা দেখে দুজনেই চুপ। Card এ
যে ছেলেটার ছবি সেই তো কাল রাতে এখানে এসেছিলো
তার বান্ধবীর কবরে ফুল দিতে, Card টায় লেখা -----



বার বয়ে যাচ্ছে।
হ্যান্ড ক্রিম বের
একটা শক্ত কিছু
করতে দেখে একটা
সাথে একটা

Card, personal-
Card. একটা cou-
ple এর ছবি তাতে।

Dear John,

I let you go and you came back to me. Now we will walk this path together. Happy Valentine's Day

Mary

বক্স টা খোলে নি ওরা, পাশে একটা কাগজে একটা ঠিকানা লেখা, খুব বাজে হাতের লেখা যদিও।

আবার ফোন বাজে রুচি র ,

"Hello : "

"Hi Ruchi, where you guys were yesterday evening? I called so many times your phone was not reachable, we waited for long then slept " – Laxmi র Call

কিছু বলতে যাবে রুচি আবার শুরু করে Laxmi " But it was bad evening yesterday , our neighbor , a guy named John killed himself , so cute boy he was only 22 years , god knows what happened, then police came , they knocked our door even to ask few questions "

" Laxmi , I'll call you little later please don't mind " – বলে ফোন কাটে রুচি।

তার হাত পা কাঁপছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে, হাতে একটা কার্ড গিফট না জানি কাদের।

আন্দাজ করা যায় , Girl Friend Mary, আসছিল Drive করে, Valentine's Day Celebration এ, John এর বাড়ি। সাথে এই গিফট টা। Road Accident এ, মারা যায়মেয়েটা। গিফট টা পৌঁছয় না ছেলেটা র কাছে , John এর কি ব্যাপার জানা সম্ভব না। যে Illusion কে Laxmi মনে করে তারা গাড়ি থেকে নেমে যায় , সেটা হতে পারে Maryর Soul। Gift টা পৌঁছতে চেয়েছিল সে তাদের হাত দিয়ে।

সেই থানায় পৌঁছয় আবার তারা বক্স টা জমা দিতে, বলে রাস্তায় পরে থাকতে দেখে তুলেছিল কাল রাতে দেওয়া হয়নি।

পুলিশ অফিসার কার্ড এর ছবি টা দেখে জানায় , এই সেই মেয়ে যার কাল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

গাড়ি স্টার্ট দেয় অয়ন, বাড়ি ফেরার পথে বলে "মানে জায়গা টা Sold Out , ওখানে একটা Cemetery হবে বলে। আর John আসবে প্রতি Valentine's Day রাতে Mary র সাথে দেখা করতে "।

রুচি চুপ।।

খুদেদের গোয়েন্দাগিরি দ্বিতীয় পর্ব Suparna Gope, Camp Hill, PA

রোহি আর রিন্তু কে আশা করি সকলের মনে আছে। পাড়ার চোর ধরার পর খুদে গোয়েন্দারা দ্বিগুন উৎসাহে তাদের নতুন রহস্যের খোঁজ করছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ পাড়ার পাহারাদার কালুকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার ধারে পাওয়া গেল, তাই নিয়ে পাড়ার বড়রা সকলে চিন্তিত। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর পাহারাদার যা বলল তাতে সবাই বেশ ঘাবড়ে গেল। পাহারাদার নাকি ভোর রাতে পাড়ায় এক জোড়া ভূত দেখেছে, যারা নাকি অশরীরী। কালু এই পাড়ায় কাজ করে অনেক বছর, বেশ সাহসি। এক সময় পালোয়ান ছিল। নেশাভাঙ ও করে না, দোষ বলতে শুধু বেসুরো গান যেটা সে মাঝে মাঝে রাতে তারস্বরে গেয়ে ওঠে এবং এর জন্যে সে বকাও শুনেছে অনেকবার পাড়ার বড়দের কাছে।

যাই হোক এখন সবার চিন্তা ভূতের বিষয়ে, কিন্তু রোহি আর রিন্তু উৎসাহের কোন সীমা নেই। রোহির বাবার মুখে সব শুনে রোহি আর রিন্তু খাতা পেন নিয়ে তৈরী। যে রাস্তায় কালুকে পাওয়া গেছিল, সে রাস্তার আশে পাশের সব বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে গরমের ছুটি তে ভূত খুঁজে বেড়ানো আর কি! মায়েদের কাছে বকা খেয়েও উৎসাহে কোন কমতি নেই। ভূত পেতে হলে তো ভোর রাতে যেতে হবে কিন্তু চাইলেই কে যেতে দিচ্ছে, চোর ধরার পর থেকেই বাড়িতে মায়ের কড়া নজর আর গেটের তালার চাবি মায়ের আঁচলে। কিন্তু বাধা যতই থাক রোহি আর রিন্তু তার জন্যে তৈরী। ভূত ধরার জন্যে সবাই ঘুমোনের পর রান্না ঘরের জানলা দিয়ে চুপি চুপি গিয়ে সেই রাস্তায় পাহারা, কিন্তু ভূত বাবাজীদের দেখা নেই, এক দিন, দু দিন, পর পর তিনদিন পাহারার পর রোহি আর রিন্তু দুজনেই হতাশ, কোথায় গেল ভূত বাবাজীরা। অন্য দিকে কাল রাতেই পাহারাদার কালু ফিরবে পাহারার কাজে তখন রোহি আর রিন্তু কি করে পাহারা দেবে আর ভূত কে ধরবে?

রোহি আর রিন্তু তবু ও ঠিক করলো হাল ছেড়ে দেবার আগে একবার শেষ চেষ্টা তারা করবে আজ রাতে, গাছের পেছনে লুকিয়ে থেকে রোহি আর রিন্তু ভূতদের এর অপেক্ষা করবে। যেমন কথা তেমন কাজ, যথারীতি গাছের পেছনে মাঝরাতে কিন্তু কোথায় ভূত বাবাজীরা? ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই, আর এদিকে পাহারাদার কালুর বেসুরো গানের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাহারাদার কালু যে ভীমলোচন শর্মা কে ও গানে হারাতে পারে তা রোহি আর রিন্তু জানা ছিল না। হঠাৎ পাহারাদার কালু বাবাগো মাগো ভূত বলে পড়ি মরি করে ছুটে পালালো আর ঠিক তার পেছনে দুটো আলোর মতো কি ছুটে চলে গেলো, তার পেছনে ছুটলো রোহি আর রিন্তু পাহারাদার কালুর চিংকার এ পাড়ার অনেকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, রোহি আর রিন্তু বাবারা ও বেরিয়ে এসেছে কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই শুধু পাহারাদার কালু রাস্তার ধারে একটা গাছের কোনে চোখ বুজে রামনাম জপছে। রোহির

বাবা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কালু কি হয়েছে? কোথায় ভূত?" উনার গলার আওয়াজ এ আশ্বস্ত হয়ে চোখ খুলে কালু বললো, "আবার সেই ভূতগুলা বাবু, ওই জঙ্গলের দিকে গেছে আর তাদের পেছনে গেছে রোহি আর রিন্তু"।

কালুর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে রোহি আর রিন্তু বাবা আর পাড়ার দুতিন জন ছুটলো জঙ্গলের দিকে। কিছুদূর যেতে না যেতেই তারা দেখলো রোহি আর রিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে অজয় র বিজয় এর সাথে। অজয় আর বিজয় যমজু ভাই এই পাড়ায় একদম রাস্তার ধারের বাড়িটা তাদের, দুই ভাই কলকাতার কোনো প্রোমোটরের সাথে কাজ করে, বাড়ি বানানোর জিনিস সাপ্লাই করে, বেশিরভাগ অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে।



রোহির বাবা এবার বলে উঠলেন, "রোহি আর রিন্তু আবার তোরা বাড়ি থেকে না বলে বেরিয়েছিস, তোদের দৃষ্টমি কবে কমবে বলতে পারিস? তোরা ভূতের পেছনে ছুটেছিলি, কোথায় ভূত?" রোহি আর রিন্তু কিছু বলার আগেই অজয় বলে উঠলো, "ওদের কিছু বলবেন না দাদা ওরা খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান, আর ওদের জন্য আজ পাড়ার ভূত গুলো ধরা পড়লো।" এবার সবাই একসাথে জিগ্গেস করলো, "পাড়ার ভূত! কোথায়?" বিজয় এবার খুব জোরে হেসে বললো, "পাড়ার ভূত আর কেউ নয় আমরা দুই ভাই।" সবাই অবাক, এবার সবার কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে অজয় বললো, "বেটা

কালুর বেসুরো গানই এর জন্যে দায়ী, রোজ গভীর রাতে খেটে বাড়ি ফিরে কালুর গানের জ্বালায় ঠিক মতো ঘুমোতে পারিনা, ওবেটাকে বলেও কোনো ফল হয়নি তাই এ পথ অবলম্বন। সারা শরীরে কালো পোশাক পরে তার ওপর রিফ্লেক্টিভ সেফটি ভেস্ট পড়ে দুই ভাই শুধু গভীর রাতে যুক্তি করে পাড়ার রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে দৌড়ে আসি আর তাই কালু শুধু দুটো আলো ছুটে দেখে অজ্ঞান, আমরা ও তিনদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম কিন্তু আজ রাতে ফিরে দেখি সেই একই কান্ড তাই কালু কে ভয় দেখাতে বেরিয়ে রোহি আর রিন্তু হাতে ধরা পড়ে গেলো।" অজয় বিজয়ের গল্প শুনে সবাই হেসেই কুপোকাত আর অন্যদিকে বেচারি কালু লজ্জায় একশেষ। রোহির বাবা হাসতে হাসতে বলেন, "যাই হোক ভোরের আলোর সাথে সব পরিষ্কার, কালুও মনে হয় এতো লজ্জার পর আর গান গেয়ে কেউ কে জ্বালাতন করবে না, আর অজয় বিজয়ে তোমরা ও বেচারাকে আর ভয় দেখিয়ে না.... কিন্তু রোহি আর রিন্তু তোমরাও দয়াকরে দসি়াপানা কম করো।" পাড়ার সবার কাছে এটা ছোট্টো একটা ঘটনাতে হলে ও রোহি আর রিন্তু কিন্তু তাদের দ্বিতীয় রহস্যের সমাধান বেজায় খুশি আর প্রবল উদ্দমে তৈরী নতুন রহস্যের খোঁজে।





পূজো

Subroto Chakrabarti, WB, India

Sharanya Dutta, Mechanicsburg, PA

হছে পূজো বাজছে ঢাক,
ঢাকের তালে নাচতে থাক।

নতুন জামা নতুন জুতো পড়ে,
ঠাকুর দেখো পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে।

দেখো প্যান্ডেল দেখো আলো,
অসুর ভালো না সিংহ ভালো।

কলা বৌ যে ঘোমটা ঢেকে আছে,
গনেশ বাবার মস্ত ভুঁড়ির কাছে।

সরস্বতী আর লক্ষ্মী দুই পাশে,
মাঝখানেতে মা দুর্গা হাসে।

কার্তিকের তো ময়ূর পেখম সাজ,
নায়ক নায়ক লাগছে তাকে আজ।

খিচুড়ি আর লাবড়া দিয়ে,
নিচ্ছ শুধু পেট ভরিয়ে।

রেস্তোঁরাতে বসে তবে -
বাবার সাথে কি খাবে!

পূজোর ক' দিন কি ফুটি ভাই
পড়া শুনার নাম গন্ধ নাই।



Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA





Saraswati Puja January 27th, 2018
Lemoyne Borough Community Hall, Lemoyne, PA



Puspanajali, Music, Recitation, Song and Dance by Local Talents



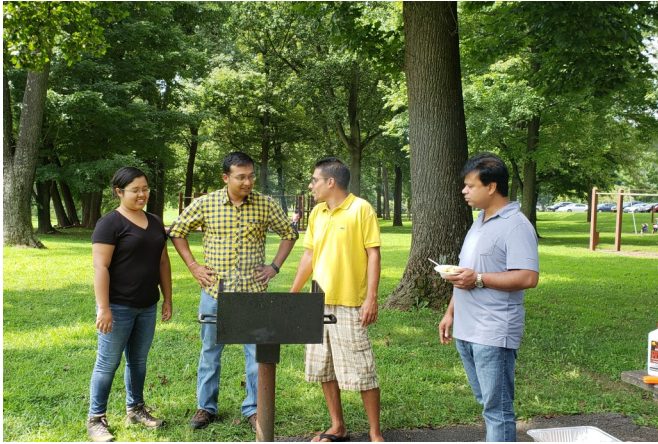
Saraswati Puja January 27th, 2018
Lemoyne Borough Community Hall, Lemoyne, PA



Song, Solo Dance, Antakshari & mesmerizing performance by Joy and Rubela Goswami



Summer Picnic August 18th, 2018
Susquehannock State Park, Drumore, PA



Bar-B-Q, Fun, Cricket, Food and Good Time



**India Day , August 4th, 2018
HACC , PA**



India Day Parade, Song, Dance, Bengali Sweet Stall, Governor Candidate Scott Wagner

কপাল Devidas Niyogi, Philadelphia, PA

শহরের পথ ছেড়ে এরপর গ্রামের পথ। গরুগাড়ির অহরহ চলাচলের জন্যে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত। হাল অতি খারাপ। গরু গাড়ি ছাড়া অন্যান্য যানের পক্ষে একেবারে অচল এই রাস্তা।

গ্রামের শুরুতে রাস্তার দুপাশে নানা রকুমের ছোট খাটো দোকান পাট ছড়ানো। এরই মধ্যে একটি ডাক্তার খানা। এই ডাক্তারখানা গ্রামবাসীদের জীবন মরনের ভরসা। নানা বর্ণ ও জাতের বাস এই গ্রামে।

দেয়ালে টাঙ্গানো কাঠের পাটায় তৈরী কালো পেন্ট দিয়ে লেখা Dr. রাখহরি বসাক L M F. লোকে বলে ল্যামফ ডাক্তার। ডাক্তার অমায়িক ও দয়ালু। কেউ জানে না কবে কোথা থেকে এসে স্থায়ী হয়েছে এই ডাক্তার। স্ত্রী ও একটি পুত্র নিয়ে ডাক্তারের সংসার।

ডাক্তার খানার সামনে রাস্তার এপারে বলাই ময়রার চা-তেলেভাজার দোকান। সকাল ৬ টা থেকে শুরু হয় খদ্দেরের আনাগোনা। খদ্দেরের প্রায় সবাই চাষি মজুর। একটা বিড়ি ধরাবার ফুরসৎ পায় না বলাই। মুখ্য বলাই লক্ষ্মীর কৃপা পেয়েছে।

ডাক্তারের ডিস্পেন্সারি খোলে সকাল ৮ টা য়। বলাই এক কাপ চা ও ফুলুরি দিয়ে যায় ডাক্তারকে। এটা প্রাত্যহিক চা খেতে খেতে ডাক্তার সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে চোখ বুলায়।



শীতের শুরু; রোগ অসুখ বড় একটা নাই। রুগী আসে না। বলাইয়ের দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকে। সরস্বতীর কৃপা কিছুটা পেলেও লক্ষ্মীর কৃপা পায় নি তার অনুশোচনা হয়।

লোয়ার কোর্টে ওকালতিতে বাবার যা উপার্জন হোত তাতে ওদের তিন জনের সংসার ভালভাবেই চলত। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে হাইকোর্টের উকিল হোক। সংসারে মায়ের প্রতিপত্তি ছিল। বাবাকে কখনও মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখেননি। মায়ের ইচ্ছাতেই আমাকে ডাক্তারি পড়তে হোল। আশাবাদী মা - একমাত্র সন্তান বড় ডাক্তার হবে, গাড়ি হবে, বড় বাড়ি হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠা হবে, কত কি চিন্তা করতেন।

পাহাড়ি ছোট্ট ঘোড়ায় চেপে ডাক্তার রুগী দেখতে যান। পেছন পেছন ঘোড়ার চলার তালে তালে ওষুধের বাস্ক নিয়ে ছুতে চলে পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য রতন। ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘুঙ্গুরের শব্দে পথের ধারে বস্তির ছেলে বুড়ো বেরিয়ে আসে ঘর থাকে। বলে ল্যামফ ডাক্তারের পক্ষীরাজ চলেছে। ক্ষুরের ধূলো ও ঘুঙ্গুরের শব্দ আকাশে বাতাসে মিলিয়ে গেলে - যে যার ঘরে ফিরে যায়।

ডাক্তারের বাবা নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ছিলেন না। কোর্ট কাছারির কাজে মক্কেলদের নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে সকাল - সন্ধ্যা নিয়মমত খাবার সময় পেতেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অল্প কদিনের জ্বরে বাবা মারা গেলেন। মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দৃঢ় সংকল্পের জন্যে অভাব অনটনের মধ্যেও ডাক্তারি পড়ার সুযোগ হোল। অভাবের তাড়নায় মায়ের শরীর ও মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। পরের বাড়িতে দুবেলা রাধুনির কাজ করে আমার পড়ার খরচা যোগাতে হোত। শেষ পর্যন্ত মা শয্যাশায়ী হোল। মাঝ পথে আমার ডাক্তারি পড়ায় ছেদ পড়ল। লোকের মুখে আমি এখন ল্যামফ ডাক্তার।

শহর থেকে দূরে হোলেও - এই গ্রামে প্রাণ আছে। পালা পার্বনে হিন্দু, অহিন্দু সবাই একত্রিত হোয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করে। পরস্পরের সহযোগিতা দেখবার মত। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এই গ্রামের আদর্শ।

গাজনের সময় নানা জায়গা থেকে বাজিকর, যাত্রা পাটি, ঝুমুর নাচের দল নিজের নিজের জায়গা করে নেয়। শিবমন্দিরের সামনের মাঠ ভরে যায়। আসে নানা আশ্রম থেকে সাধু সন্ন্যাসীর দল; এসব মিলে গাজনের উৎসব মনমুগ্ধকর হোয়ে উঠে। গ্রামবাসীরা ভুলে যায় তাদের দুঃখ কষ্ট।

গতবছর ওড়িশ্যা থেকে আগত যাত্রা পাটি দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। এখনও গ্রামবাসীরা ভুলতে পারেনি শুভদ্রা হরণ ও কংসের কারাগার পালা। এবারে একই পাটি এসেছে ওদের নতুন পালা জরাসন্ধ বধ ও নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে।

গাজনের কটা দিন ডাঃ রাখহরি খাবার ফুরসৎ পান না। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানা বাধ্যগ্রস্ত রুগীর চিকিৎসায় হিমশিম খেয়ে যান। ডাক্তারের স্ত্রী গিরিবালা বলেন সবই মহাদেবের দয়া। গিরিবালা মহাদেবের একনিষ্ঠ পূজারী। মহাদেব, মহাপ্রাণ, মহাযোগী, মহেশ্বর গিরিবালার জপমালা। প্রতি সোমবার শিবের আরাধনা করে প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করেন। গাজনের কটা দিন নিরন্তর উপবাস করে রাত্রি পূজার পর সামান্য কিছু আহার করেন। অন্তরের প্রেরণা ও শিবানুরাগী বলে মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করার সুযোগ করে নিয়েছেন।

সে দিন সোমবার ছিল। সকাল থেকে কোলাহল শুনে ডাক্তার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাক হোলেন বলাইয়ের দোকান ৮ টা তে ফাঁকা দেখে। মিনিট খানেক পর দশ বারো জন লোককে বলাইয়ের দোকানের

কপাল Devidas Niyogi, Philadelphia, PA

দিকে আসতে দেখলেন। একজনের কাছে জানতে পারলেন যে এই গ্রামে লটারীর প্রথম পুরস্কার বলাই মোদক পেয়েছে।

বলাইয়ের একচালা ঘরের দরজায় তালা লাগানো সামনের বারান্দা ফাঁকা। লোকজনের কোলাহল শুনে বারান্দার এক কোণ থেকে একটা কুকুর বেরিয়ে এসে চার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে শরীরটাকে দুবার টানটান করে পালিয়ে গেলো। কিছু দূরে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলো আবার অদৃশ্য হোল। ওর ভাবটা দেখে মনে হোল অসময়ে ঘুম ভাঙ্গার জন্য খুবই বিরক্ত হয়েছে।

সোমবার ভোরেই বলাই দুই ছেলে ও বৌকে সাইকেলে চাপিয়ে সদরে গেছে লটারীর ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে। পরিচয় পত্র ব্যাঙ্ক পাশবই ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র দাখিল করতে হবে।

অশিক্ষিত বলাইয়ের মাথায় বজ্রাঘাত। দিশেহারা হয়েছে গেছে বলাই। ভাবে দোকানের আয় বেশ ছিল : ভালোভাবেই সংসার চলছিল কোনো অভাব অভিযোগ ছিল না।

অবশেষে লটারীর টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ল। পরিচিত, অপরিচিত নানা জনের যুক্তি উপদেশ শুনতে শুনতে নাজেহাল হয়েছে গেল বলাই।

পাঠশালায় পড়া বলাই কোনোরকমে ইংরাজিতে নাম সই করতে পারত। পাঠশালার হেড পণ্ডিত বলাই কে খুব স্নেহ করতেন। মাতৃপিতৃহীন বলাই কে লেখা পড়ায় সাহায্য করা ছাড়াও মাতুলালয়ে আশ্রিত বলাইকে নিগ্রহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের আশ্রয়ে রেখেছিলেন। এক ময়রার দোকানে একটা কাজে জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ওখানেই বলাইয়ের হাতে খড়ি। বর্তমানে বলাই একজন দক্ষ কারিগর।

পাঠশালার হেড পণ্ডিতের পরামর্শে শহরে দু কাঠা জমির উপর একটা বাড়ি তৈরী করে। দোতলা বাড়ি। উপর তলায় নিজের বাসস্থান; নিচে একটি হলঘরের দুপাশে দুটি কুঠুরি। একটিতে দোকানের জিনিসপত্র অপরটিতে কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা। মাঝের হল ঘরটিতে দোকান।

বাড়ির নাম উত্তমাশা দোকানের নাম তুষ্টি। বড় বোর্ডে লেখা প্রোঃ বলাই চন্দ্র মোদক। কালোপযোগী হাল ডিজাইনের আসবাবপত্র দোকানে সাজানো।

গ্রামের বলাইয়ের পরিবর্তন লক্ষণীয়। লুঙ্গির পরিবর্তে ধুতি, হাফ হাতা গেঞ্জির পরিবর্তে গিলে করা আদ্রির পাঞ্জাবি, বিড়ির বদলে সিগারেট, হাওয়াই চটির জায়গায় চামড়ার চটি। হাতে ঘড়ি। ও এখন বলাই ময়রা নয়, বলাই বাবু।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট খাবারের জন্য দোকানে সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের সমাগম বেশী। শহরবাসীদের মুখে মুখে 'তুষ্টি'র সুখ্যাতি বলে শহরে এমন একটা দোকানের প্রয়োজন ছিল। নজর এড়ায় না চাষি মজুরদের মত ক্রেতা খুব কমই আসে।

তুষ্টির উদ্বোধনের পর পরই বলাই সাইকেল চাপা ছেড়ে দিয়েছে। কথায় বলে উপরোধে লোকে লোকে টেঁকি গেলে; স্ত্রীর এক কথায় মোটরবাইক কিনতে সম্মত হোল। হবে না ই বা কেন লক্ষ্মীর কৃপায় ওর ভাড়ার ঘর পূর্ণ।

কালীমন্দিরে পূজা দেবার পর বাড়িতে মোটরবাইক নিয়ে এলো বলাই। স্ত্রীর একটা একটা করে সাধ হচ্ছে। আনন্দে মন ভরপুর। রূপোর গহনার জায়গায় সোনার গহনা ও এখন বলাই ময়রার বৌ শিউলী নয়, বলাইবাবুর স্ত্রী শেফালী।

বামুন পাড়ার যদু মুখুজ্জ্য শহর থেকে খবর এনেছে এই গ্রামের প্রান্তে তালপুকুরের কাছে সরকারি জমিতে "হেলথসেন্টার" হবে। খবরটা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো সারা গ্রামে। এতদিনে গ্রামের একটা হিল্লো হোল।

খবরটা শুনে ডাঃ রাখাহরি নির্বিকার। জানে সরকারের উদ্যোগে হেলথসেন্টার হোলেও ওর কোন ব্যতিক্রম হবে না। তবুও ডাক্তারের মুখে একটা চিন্তার ছায়া ভেসে উঠেছে।

২ বছর পর

একদিন সকালে ডাঃ একটি রুগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে ডিস্পেন্সারির সামনে একটা মোটরবাইক এসে থামল। বাইক বা আরোহীর উপস্থিতি টের পান নি।

রুগী ফিরে যাবার পর বলাই ময়রা ঘরে ঢুকে ডাক্তারকে প্রণাম করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বলাইকে চেয়ারে বসতে বললেন। চেয়ারে না বসে কাঠের বেঞ্চিতে বসবার উপক্রম করতে শশব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বলাইকে চেয়ারে বসালেন। বলাইয়ের মার্জিত কথা বার্তা ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখে অভিভূত হোলেন।

দোকানের মিষ্টি ডাক্তারবাবুর হাতে দিয়ে বলাই চেয়ারে বসল। দু বছর আগের বলাইয়ের আচরণের কোন পরিবর্তন না দেখে ডাক্তার মুগ্ধ হোলেন।

কথা প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে ডাক্তারের জন্য ওর পরিত্যক্ত দোকান ঘরটি বিনা শর্তে হস্তান্তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর ডাক্তার সম্মত হোলেন। বলাই দোকান ঘরের চাবির গোছা ডাক্তারের হাতে দিয়ে প্রণাম করল। ডাক্তারকে ওর দোকানে পায়ের ধূলো দেবার জন্য বারবার অনুরোধ করল।

কপাল**Devidas Niyogi, Philadelphia, PA**

চাবির গোছা নাড়াচাড়া করতে করতে ডাক্তার কখন যে অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন টের পান নি। হঠাৎ এক শিশুর কান্না শুনে সম্বিৎ ফিরল। তিনবছরের বাচ্চাকে নিয়ে মা-বাবা ডাক্তারের কাছে এলো। নানান পরীক্ষা করার পর ওষুধ দিলেন। বললেন পেটে বায়ুর প্রভাবে কষ্ট পাচ্ছে। চিন্তার কারণ নেই। ওরা চলে গেলো।

বলাইয়ের ছোট ছেলে সঙ্গে এসেছে। বাইরে অপেক্ষারত ছেলেকে আসতে বলল। ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করতে বলায় একি একি বলে ডাক্তার ছেলেটির মাথা চুম্বন করলেন। পরিচয় জানতে চাইলে বলাই জানালো ওর ছোট ছেলে। বড়



টি ওর ব্যবসা দেখছে। ছোটোটিকে ডাক্তার করার খুব ইচ্ছা ডাক্তারবাবুর আশীর্বাদ নেবার জন্যে এসেছে।

একে একে সবাই চলে যাবার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে বলাইয়ের পরিত্যক্ত দোকান ঘরটির দিকে চেয়ে রইলেন।

**Birds****Maithyli Pai, Hershey, PA**



Aloha Ryma Saha, Mechanicsburg, PA

Aloha is a special spirit. For some of us it is more than a greeting, but rather a life force that defines who and why we are here.

Pilahi Paki was a keeper of the secrets of Hawai'i. She spoke of the time when Hawai'i would have the remedy to save the world and the remedy was Aloha in 1970 at a governor's conference she introduced modern Hawai'i to a deeper understanding of Aloha.

Long before this in 1917, after Queen Lil'uokalani had seen the end of the Hawaiian monarchy she said to her hanai daughter, Lydia K. Aholo, To gain the kingdom of heaven is to hear what is not said, to see what cannot be seen, and to know the unknowable - that is Aloha. All things in this world are two: in heaven there is but One.

A Akahai -meaning kindness (grace), to be expressed with tenderness;

L Lokahi- meaning unity(unbroken), to be expressed with harmony;

O 'Olu'olu- meaning agreeable (gentle) to be expressed with pleantness

H Ha'aha'a -meaning humility (empty), to be expressed with modesty

A Ahonui- meaning patience (waiting for the moment), to be expressed with perseverance.



Blooming Ashwini Sawant, Reston, VA



Mehal Bhattacharya, Mechanicsburg, PA



হনু সংহার Prithish Mondal, Hershey, PA

পাত্রপাত্রী

অনুপ ভাদুড়ি

হনু হান্টার

সত্যবতী

মোড়ল/পুলিশ

মোড়লের বউ

পুঁটি



প্রথম
অঙ্ক

অনুপ প্রায় বছর দুই বিলেতে কাটিয়ে, সদ্য ফিরেছে তার গ্রাম জোনাকিপুরে। স্বভাবে সে কবি। অনেক নতুন কায়দা আর কাহিনী এসেছে তার সাথে। গ্রামের মানুষ অনুপের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে হাপিয়ে উঠছে। চলুন আমরা যাই জোনাকিপুরে, এক সুন্দর সকালে...

অনুপের প্রবেশ হাতে কবিতার খাতা..

অনুপ: To be or not to be that is the question...

Oh Shakespeare/ You my dear/ No English fear

তার পরের লাইনটা ঠিক মিলছে না। কি যে লিখি..

(একটু ভেবে..) Let's have a beer

একটু পরে পেছনে পেছনে ঢোকে পুঁটি

পুঁটি: এই যে অনুপদা, সন্ধ্যালে চললে কোথায়? পুকুরে নাকি?

অনুপ: সাতসকালে দেখা হলো, আর সম্ভাষণ করলি না?

পুঁটি: সেটা কি গো?

অনুপ: বলি, গুড মর্নিং বলতে কি কেউ শেখায় নি?

পুঁটি: অতো-শত জানিনি দাদা।

অনুপ: এই জন্যেই তোদের কিছু হলো না..

পুঁটি: আচ্ছা অনুপদা। তোমার ভারি চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা।

অনুপ: আঃ..আবার অনুপ। তোকে এই নিয়ে তিন বার বলেছি যে আমার নাম আর অনুপ ভাদুড়ি নেই!!!
পুঁটি: এমা তালে কি? বিলেত গিয়ে বাবার দেওয়া নামটাও বদলে ফেললে?

অনুপ: বদলাই নি, বদলাবো কেন? (লজ্জা পেয়ে) মানে একটু অদল-বদল করে নিয়েছি। ঐসব অনুপ টোנוপ বিলেতে চলে না তো..

পুঁটি: তালে কি নাম তোমার?

অনুপ: অপনু দুভাড়ি, একটু ইটালি মিশিয়ে দিয়েছি, অক্ষরগুলো একই আছে। হে হে হে!

পুঁটি: যা ভালো বোঝো করো.. আমি আসি..

অনুপ: এই দাঁড়া, কথা শেষ হয় নি। আর 'অনুপদা পুকুরে যাচ্ছ' এটা কেমন প্রশ্ন? আমি কি কাজের মাসি নাকি সাতসকালে পুকুরে যাবো? তোরও সবার মতো মর্নিং ওয়াক করা উচিত..

পুঁটি: মর্নিং কি দাদা?

অনুপ: সকাল!!!

পুঁটি: এমা.. কি যাতা বলছো.. সকালে আমার ওয়াক করবো ক্যানে?

অনুপ: Ohh lord ! Are you fool ?

পুঁটি: (কাঁদো কাঁদো) ফুল তো আমার বোন। তোমার মাথাটা কি পুরোই গেছে।

পুঁটি: ছি ছি, সন্ধ্যাল সন্ধ্যাল যা-তা বললো আমায়।

পুঁটি রেগে মেগে বাড়ি চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে.. অনুপ বেরিয়ে যায় অন্য পাশ থেকে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

মোড়ল একটা টুলে বসে ঝিমোচ্ছে, পুঁটি ঢোকে

পুঁটি: বাবা গো।

মোড়ল: (চমকে) তুই আবার কোথেকে পাড়া বেড়িয়ে এলি। আহা কাঁদবার কি হল অ্যাঁ?

পুঁটি: ওই অনুপদা আমাকে খারাপ খারাপ কথা বলেছে। যাচ্ছেতাই অপমান করেছে।

মোড়ল: তা বলেছেটা কি?

পুঁটি: ও আমি তোমাকে বলতে পারবো না। মাকে বলবোখনি।

হনু সংহার
Prithish Mondal, Hershey, PA

মোড়ল: হ্যাগো পুঁটির মা, বলি তুমি শুনেছ কান্ড..

(মোড়লের বউ ঢোকে)

মোড়লের বউ: না শোনার কি আছে? তোমার মতো কানের মাথা খেয়েচি নাকি। তোমাকে আগেই বলেচিলাম ওসব নোককে গামে রেকো না।

মোড়ল: রেকো না!! তা আমি করবোটা কি.. গেরাম কি আমার বাবার নাকি? তারপরে ও আজকাল কি যে বলে আমি কিছুই বুঝতে পারি না..

মোড়লের বউ: বুঝবে কিকরে। ইশকুলে গেছো ককোনো..

মোড়ল: আর কয়েন না। আপনি যেন হলেন গিয়া ম্যাট্রিক পাস!

মোড়লের বউ: এত বড়ো কতা! মুরদ নেই কানাকড়ি মোড়ল সেজে বসে আছে। যাও তোমায় কিছু কততে হবে না। আমি দেখছি। (সবার প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

সত্য একটা টুলে বসে সেলাই করছে, মোড়লের বউ ঢোকে মোড়লের বউ: হারে সত্য...অনুপ আছে?

সত্য: আছে কিন্তু ব্যস্ত আছে।

মোড়লের বউ: মিছে কথা কয়ো না।

সত্য: সত্য আমার নাম। মিছে কথা বলার ওবেশ আমার নেই।

মোড়লের বউ: থাক। যেমন কত্তা তেমন গিন্নী। তা বলি কী রাজকাজেজ্ঞা কচ্ছে সে? ওকে ডাকো।

সত্য: এখন ডাকলে ও রেগে যাবে দিদি। বিলেতের চিঠি এসেছে, কত্তা উত্তর লিখছে। কাল সারা রাত ডিকশনারি পড়ছে।

মোড়লের বউ: মোলো যা। তোরও দেখছি লম্বা চওড়া কতা। ডাক তোর কত্তাকে সে পুঁটিকে কিসব বলেছে।

সত্য: আমি শুনেছি গো দিদি। খারাপ কিছুই বলে নি। আসলে পুঁটি ঠিক ইংরেজিটা বুঝতে পারেনি। গ্রামের মেয়ে তো।

মোড়লের বউ: (চৈঁচিয়ে) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!!

(অনুপ ঢোকে) অনুপ: আঃ। হছেটা কি বাড়ির মধ্যে?

মোড়লের বউ: তোমার আস্পদা তো কম না অনুপ।

অনুপ: Oh no. আরে আপনার পায়ে জুতো নেই কেন? খালি পায়ে মাঠ পেরিয়ে চলে এলেন ঘরে। So nonsense.

মোড়লের বউ: (ভীষণ রেগে) খালি পায়ে হাটি আমার খুশি।

অনুপ: hook-worm হবে। যা খুশী করুন, আমি চললাম, don't waste my time. (অনুপের প্রস্থান)

মোড়লের বউ: ওমা কি বলে গেল গো। আমায় হুকে বোলাবে।

সত্য: না না, তা বলে নি।

মোড়লের বউ: তবে কি বলেছে?

সত্য: আসলে সেটা আমিও ঠিক বুঝিনি। আমি অতো ইংরেজি জানি না বাবা। শোন না দিদি রাগ করোনা। আমাদের সাহেব বিলেত থেকে একটা আয়না এনেছে, ওতে নিজেকে দেখবে, যেন রূপ খুলে যাবে। তোমাকে দেবো।

মোড়লের বউ: থাক আর আয়নায় কাজ নাই। আমি চললাম, এর শোধ একদিন নেবোই। আমরা থানায় যাব।

সত্য: ঠিক আছে, আমরাও যাবো। বেশি বাড় বেড়ো না বলে দিলাম। (সত্য আর মোড়লের বউ বেরিয়ে যায়)

চতুর্থ অঙ্ক

গড়গড়ী বসে কাগজ পড়ছে, সবাই ঢোকে

মোড়ল: বলি গড়গড়ীকত্তা আছেন নাকি?

ইন্সপেকটর গড়গড়ী: কি চাই।

মোড়লের বউ: আজ্ঞে একটা মীমাংসা করতে এলাম সার।



হনু সংহার
Prithish Mondal, Hershey, PA

গড়গড়ী: আবার গরু চুরি?

অনুপ: No sir. ওরা আমার নামে false allegation করেছে।

গড়গড়ী: False allegation!! তুই কে?

অনুপ: my name is অপনু দুভাড়ি, sir!

গড়গড়ী: তুই কি কার্টুন?

সত্য: না, কাটুম আমার বোন। দুভাড়ি সাহেব বিলেত থেকে এয়েছেন।

গড়গড়ী: চোপ! বিলিতি পাগল! তা কি হয়েছে সেটা বল?

মোড়ল: আমার মেয়ে পুঁটিকে খারাপ গালি দিয়েছে ওই অনুপ।

গড়গড়ী: হুম। কি গালি?

মোড়লের বউ: সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি, ইংরেজি তো।

গড়গড়ী: আচ্ছা, কালকে জেনে আয়। আর খালি হাতে আসবি না। যা ভাগ। (সবাই দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ করে)

গড়গড়ী: যাবি তোরা নাকি রুলের বাড়ি দেব... (সবাই পালিয়ে যায়, তারপরে গড়গড়ীর প্রস্থান বকবক করতে করতে)

পঞ্চম অঙ্ক

পুঁটি: কি অসভ্য পুলিশ গো। কিন্তু কিছু একটা যে না করলেই নয় মা।

মোড়লের বউ: তোর বাবাকে বল। এমন ভীতু পুরুষমানুষ জীবনে দেখিনি।

পুঁটি: শোন না মা, অনুপদাকে ওর ঢিলেই ঘায়েল করব।

মোড়লের বউ: বুজলাম না রে।

পুঁটি: তালেশোনো বলি, ওকে কাত করতে হবে ইংরেজিতেই।

মোড়লের বউ: সে কি রে। কিন্তু ইংরেজিটা বলবে কে বটে?

পুঁটি: ও তুমি ভেব না মা। আজ খোঁজ নিয়েছি পাশের গেরামে। সেখানে এক বড় ওস্তাদ আছে। কি দাপট তার ইংরেজির। একবার নাকি এক সাহেবও তার সাথে তর্কে পিছলে গেছিল।

মোড়লের বউ: কি বলছিস রে। আমার তো বিশ্বাসই হয় না। ওস্তাদের কি নাম রে পুঁটি?

পুঁটি: কি বাকমকে নাম মা। শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। ওস্তাদের নাম হনু হান্টার!! (loud music!)

মোড়লের বউ: খুব সোন্দর। তা হ্যাঁ রে পুঁটি ওস্তাদ নেয় কতো?

পুঁটি: একশো টাকা, আর পেট ভরা খাওয়া। তুমি খালি ওই বিলেতি অনুপকে তক্ষে রাজি করাও, তারপরে দেখবে মজা।

মোড়লের বউ: দাঁড়া পুঁটি আমি সত্যকে বলছি। (অনুপ ও সত্য ঢোকে)

সত্য: শুনেছি। আমার কন্টার সাথে ইংরেজি লড়াই (হাসি)

সত্য: ঠিক আছে, নিয়ে এসো তোমাদের হনু হান্টারকে। আমার সাহেবের সামনে এক ফুয়ে উড়ে যাবে।

মোড়লের বউ: হ্যাঁ হ্যাঁ দেকা যাবে। তোদের সাহেব পালিয়ে না যায়।

অনুপ: All right, all right, I warn you, poor loser!

সত্য: নিজের কানেই শোন। খালি কবে যেতে হবে বলে দিয়ে (সবার প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক

(drum music.. then background voice) শুনিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে... আজ কি শুভ দিনে আপ সব লোকো কা স্বাগত হয়। হাম সব জানতে হয় কি দুভাড়ি সাব লন্ডন সে আয়ে হে। আংরেজি পে উনকি বড়ী জানকারি হয়। আব আংরেজিপে মোকাবিলা হোগা। তো এক তরফ হয় অপনু দুভাড়ি সাব, আউর দূসরী তরফ হয় হনু হান্টার সাব। দোনই হুশিয়ার আউর চোস্ত হয়। আই শাবাশ। তো দোননে হি তিন সাওয়াল পুছেগা। আউর উসকি জাণাব দেনা পড়ে গা দূসরে কো। মুকাবিলা কি বাদ হাম নে ইয়ে তৈয়ারি করেগা, কি কৌন জিতা। তো আব সওয়াল জওয়াব শুরু কিয়া যায়। তো তুম দোন কি ইয়ে বাত কবুল হয়।

(ঘোষণার মাঝে সবার প্রবেশ)

হনু ও অনুপ: কবুল হয়।

মোড়লের বউ: পোথমে হনু হান্টার পশো করবে।

হনু হান্টার: কি রে শিকারী তুই তৈরি?



হনু সংহার
Prithish Mondal, Hershey, PA

অনুপ: You question now.

হনু হান্টার: (গলা খ্যাঁকরে) YES

অনুপ: অ্যাঁ। এটা কেমন প্রশ্ন?

মোড়লের বউ, পুঁটি, হনু: আরে কি হল সাহেব, একটা পশ্বেই ফুটুস?

সত্য: আরে চুপ করে থেকো না। ছোট পোশনো, তাড়াতাড়ি বল সাহেব।

অনুপ: Stop. What do you mean by yes?

সত্য: (হাততালি)..বাহ বাহ...

মোড়লের বউ: উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। হনু হান্টার এবার দুই নম্বর প্রশ্ন করো।

অনুপ: ধুত্তোরি! ঠিক আছে, 2nd question.

হনু হান্টার: NO? (অনুপ আবার চুপ)

মোড়লের বউ ও পুঁটি: আবার কি হল সাহেব। (হাসি...)

হনু হান্টার: কিছু বলে তো দেখাও বাপু।

মোড়লের বউ: সবাই চুপ করো। সাহেব এতো দেরি করলে লোকে হাসছে।

সত্য: ক্যানে দেরি করবে না। ইংরেজি বলে কতা। বুঝে শুনে উত্তর দিতে হবে তো নাকি।

অনুপ: I don't understand your question।

সত্য: 'বাহ বাহ... কি লম্বা উত্তর।'

মোড়লের বউ: চুপ, চুপ। এবার তিন লাম্বার প্রশ্ন।

হনু হান্টার: ALRIGHT!!

সত্য: (হাততালি) দারুণ! দারুণ!! দেখো সাহেবের ইংরেজি দেখো।

পুঁটি: এটা খুব অন্যায়। হনু হান্টার একটা শব্দে প্রশ্ন করছে আর অপনুদা হোঁচট খেয়ে খেয়ে লম্বা উত্তর দিচ্ছে। (পুঁটি বলে হনু আর সত্য বলে অপনু)

মোড়লের বউ: সবাই থামো। এটা কুস্তি না ইংরেজি, সবাই থামো। এবার অনুপ পশ্নো করবে।

সত্য: সাহেব শব্দ পশ্নো করো।

অনুপ: what is your goal?

সমবেত কণ্ঠ: গোল, গোল!

হনু হান্টার: one, - one two three Four five

অনুপ: Oh my god, are you mad..

হনু হান্টার: four five six.. six five four

অনুপ: এটা কেমন উত্তর, তুই কী পাগল?

পুঁটি: এমা। হেরে গিয়ে গালি দিচ্ছে। (সবাই হাসে...)

সত্য: মাথা ঠাণ্ডা করো সাহেব। খুব শব্দ পাল্লায় পড়েছে। মুখে চোখে জল দাও।

অনুপ: Please shut up

সত্য: রাগ কোরো না সাহেব। এক গেলাস দুধ খাবে।

অনুপ: তুমি থামবে?

পুঁটি: এমা তিন নম্বর প্রশ্নের আগেই নিজেরা ঝগড়া করছে।

মোড়লের বউ: আস্তে, আস্তে। অনুপ শেষ পশ্নো করো।

অনুপ: Please give me proper answer to my question or you score nil..

সমবেত কণ্ঠ: নীল, নীল।

হনু হান্টার: twelve eighty-eight, ninety nine, hundred

পুঁটি: ওমা কি দারুন।

অনুপ: nonsense!

মোড়লের বউ: ব্যাস, ব্যাস। খেলা শেষ। এবার ফল।

drum music.. then background voice ...

বহুত খুব, কেয়া বাত হয়। কেয়া মুকাবিলা। কেয়া আংরেজি হয়, বাহ। হামনে উন দোন কি বোলি বড়ে গড় সে শুনি, আউর এক এক অক্ষর পর ধ্যান দি। দোনই বড়ে হুশিয়ার হয়। অপনু দুভাড়ি সাব নে আংরেজি বোলিকি দরিয়া বাহা দি। তো হনু নে আংরেজি বোলি বিজলি কি তরা।

সমবেত কণ্ঠ: বাহ বাহ...



হনু সংহার
Prithish Mondal, Hershey, PA

মগর এক বাত ইন দোন কি ফারাক বানা দি। হনু হান্টার কি বোলি শুদ্ধ হয় গঙ্গা কি তরা। পরন্তু দুভাড়ি সাহাব আংরেজিমে পানি মিলা দিয়া। উননে জো আংরেজি বোলী উসমে দো আইসে শব্দ কি ইন্তেমাল কি যো দেশি হয়। নীল আউর গোল ইয়ে দোন শব্দ অপনু সাব কি খিলাপ চলা গিয়া আউর হাম হনু হান্টারকোই কামেয়াব মানতে হয়..

মোড়লের বউ, পুঁটি, হনু: জয়, হনু জার্মানের জয় (মিউজিক হঠাৎ মিউজিক থেমে যায় বেজে ওঠে পুলিশের আওয়াজ, গড়গড়ী ঢোকে)

সত্য: আপনারা কে ?

গড়গড়ী: চিনতে পারলি না? ইন্সপেকটর গড়গড়ী!!এখানে কি হচ্ছে?

মোড়লের বউ: ইংরেজি পতিযোগিতা। তোমরা কি অনুপকে ধরবে?

গড়গড়ী: না...কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করার আছে...

পুঁটি: খুব ভাল, কিন্তু ইংরেজিতে পশ্চো করতে হবে...

গড়গড়ী: আচ্ছা! তোরা ইংরেজি বলতে পারিস?

মোড়লের বউ: আমরা জানিনে, কিন্তু আমাদের হয়ে কথা কইবে হনু হান্টার। একটু আগেই তো অপনু দুভাড়িকে হারিয়েছে।

গড়গড়ী: ঠিক আছে। তাই হবে।

হনু হান্টার: ইংরেজি বলা আর কি বড় ব্যাপার। এমনিতে আরও একশ টাকা পাওনা হয়, কিন্তু এখন আর নেব না।

গড়গড়ী: OK Hanu, did you kill someone last night?

হনু হান্টার: YES!

অনুপ : একটা গাধা।

মোড়লের বউ, পুঁটি: আরে বাহ বাহ...কি বলেছিলাম না... অনুপ তুমি থামো। হেরো কোথাকার।

গড়গড়ী: Hanu, did you have any partner in the crime?

হনু হান্টার: NO!

মোড়লের বউ, পুঁটি: কি দারুন!

গড়গড়ী: You will be under arrest for murder.

হনু হান্টার: ALRIGHT!

মোড়লের বউ ও পুঁটি: লা জবাব, লা জবাব...

গড়গড়ী: চুপ!!! খুনের দায়ে তোমাকে ধরলাম হনু হান্টার।

হনু হান্টার: সে কি গো। না...আমাকে বাঁচাও। আমি ইংরেজি জানি না।

অনুপ ও সত্য: ব্যাটা ঠগ!!

গড়গড়ী: ধর ব্যাটাকে...

সমবেত কণ্ঠ: ধর ব্যাটাকে, ধর ব্যাটাকে, ধর ব্যাটাকে... (মিউজিক...)



কবিতা লেখা
Prashanta Majumdar, WB, India

কি যে লিখি কবিতায়

ভেবে দেখি তা কোথায়

মিশে আছে মগজে

লিখে যাই কাগজে

কমারি ধারণার

কাব্যিক রচনার

নিজনিজ মতামত

লিখে যাই চটপট

কিছু কথা কিছু গান

মন মাঝে পায় স্থান।



দূর পথে দীপশিখা Dilip Sen, WB, India

হঠাৎ আকাশে কালো করে মেঘ জমলো, চারিদিকে অন্ধকার করে এলো। এই ভরদুপুরে সন্দের আঁধার ঘনিষে এলো যেন। কিছুক্ষনের মধ্যে শুরু হলো বৃষ্টি প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা তারপরেই মুষলধারে। তিতি যেন এই বৃষ্টির জন্যই তৃষ্ণাতুর হয়েছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ মুখে লাগাচ্ছিল বৃষ্টির ফোঁটা মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে মুখটা মুছছিল। তপ্ত গ্রীষ্মে এমন বৃষ্টি মনে ানে স্নিগ্ধতা তিতি বোধ হয় তারই আশ্বাদ নিচ্ছিলো কিন্তু বাধ পড়লো মায়ের ডাকে তাড়াতাড়ি দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে মুখটা মুছে নেয়- যাই মা। সীমা দুপুরে খাওয়া শেষ করে একটু শুয়েছিলেন। কোন ভোরে উঠে কাজ শুরু করেছেন। সকাল আটটার মধ্যে অফিসের ভাত রান্না বান্না শেষ করে কাপড় কাঁচা রান্নাঘর পরিষ্কার করা তারপর ন্নান করে ছেলে মেয়েকে নিয়ে খাওয়া টেবিল পরিষ্কার করে উঠতে উঠতে বেলা তিনটে। সবমাত্র দুটো চোখের পাতা এক হয়েছে এমন সময় বৃষ্টি।

-রাহুল কোথায় গেলো রে তিতি?
-ও তো সার্বিং করতে গাছে।
-দেখ আবার বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ না বাধায়।

ওদের এখন গরমের ছুটি। রাহুল ক্লাস টুয়েলভে আর তিতি টেন-এ। শান্ত স্বভাবের তিতি পড়াশুনায় অসম্ভব ভালো। কিশোরী মন নিয়ে ও ছুটে বেড়ায় ফুল পাখি আর গাছপালাদের মধ্যে। গান গায় কবিতা লেখে স্কুলে সবার প্রিয়। অথচ বাড়িতে যত রকমের শাসন সবই ওর জন্য অবশ্য দাদা ওকে খুব ভালোবাসে মাঝে মাঝে ওর খুব অভিমান হয়। আবার মাঝে মাঝে যখন দাদার সাথে ঝগড়া হয় মা ওকেই বকেন। বাবাকে বললে বাবা হাসেন। সেদিন দাদার সাথে খুব ঝগড়া হল। তিতি কাউকে কিছু না বলে বড়মাসির বাড়ি চলে গেল। বড়মাসি আবার সীমাকে ফোন করে বলেন- তুই চিন্তা করিস না। ও কদিন আমার কাছে থাকুক। বাবা ওকে খুব ভালোবাসেন যে কদিন ও মাসির বাড়ি ছিল বাবা রোজ অফিস ফেরত মাসির বাড়ি যেতেন। মেয়েকে একদিন না দেখলে ওর মন ভালো লাগে না, বড়মাসি বাবাকে বললেন -

-আচ্ছা রঞ্জন মেয়েকে বিয়ে দিলে তখন কি করবে?
-কেন রোজ অফিস ফেরত যাবো।
-আর যদি দূরে বিয়ে হয়?
-দূরে বিয়ে দিচ্ছেটা কে?

বৃষ্টি আরো জোরে শুরু হয়েছে সঙ্গে দমকা হাওয়া। গাছের পাতা দুলছে দূরে নারকেল গাছের মাথাগুলো হেলে দুলে যেন বৃষ্টির তালে তালে নাচ্ছে। একবার এপাশ একবার ওপাশ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিতির খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাবে। একটু একটু বৃষ্টির ঝাঁট ওর গায়ে লাগছে কিন্তু তাতে কি! সুন্দর একটা মাটি মাটি গন্ধ। মা ঘুমুচ্ছেন ওকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে হয়তো বকবেন। এ বকুনি ওর গা-সওয়া হয়ে গাছে। মায়ের তো ওই আছে এটা করোনা ওটা করোনা। অথচ তিতি যে বড়

হয়েছেন সেটা উনি বোঝেন না? ও নিজের ভালো মন্দ যথেষ্ট ভালো বোঝে। মায়ের এই শাসন অসহ্য মনে হয়। বাবা আবার ঠিক উল্টো, তিতিকে কিছুটা বলবেনা। তিতিদের এই পাঁচতলার রান্দার ঠিক বারান্দার ঠিক নিচে একটা কাঁঠাল গাছ ওখানে কাকের বাসায় সদ্য ডিম ফুটে দুখানা কাকের ছানা হয়েছে মা কাকটা ডানা মেলে দিয়ে বাচ্চা দুটো কে বৃষ্টি থেকে বাঁচাচ্ছে। সামনের বাড়ির আলসেতে একটা কাক বসে ভিজছে। কাকটা কে ও চেনে। ওর গলার স্বরটা একটু অন্যরকম। যেন ঠান্ডা লেগে গলাটা বসে গেছে। রোজ তিতি কাকটাকে রুটি খাওয়ায়। সকালে বাসি রুটি থাকলে তাই না থাকলে একপিস পাউরুটি ছিড়ে ওকে দেয়। কাকটা ওকে আর ওকে আর ভয় পায় না। খুব কাছ থেকে ওই টুকরো গুলো তুলে নেয়। একদিন ওর হাত থেকে নিয়েছে তিতির মনে পড়ে গতবছর এই সময় ওরা কেদারনাথ বেড়াতে গেছিলো। সঙ্গে ছিল সুমনদা গোপালকাকু আর কাকিমা। সুমনদা ওর থেকে পাঁচ বছরের বড়। ওর সাথে খুব বন্ধুত্ব যখন ওরা হাঁটছিলো হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো পাহাড়ি বৃষ্টির অন্য রূপ, ওরা একটা বিশাল পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। গোপালকাকু একটা প্লাস্টিক সিট তাবুর মতো করে ওর নিচে সবাই আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য বৃষ্টিটা বেশিফন হয়নি, একটু পরেই চড়া রোদ উঠে অল্প ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে দিয়েছিলো।

বৃষ্টিটা একটু কমেছে। আকাশ কিন্তু কালো মেঘে ছেয়ে আছে। আলো আরো কমে আসছে। মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি নামবে। তিতির ভালো লাগেনা। মন খারাপ হয়ে যায়। বেশ জোরে জোরে বৃষ্টি হবে। তিতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে দূরে। অনেক দূর থেকে কেমন বৃষ্টিটা এগিয়ে এসে এখানে ঝমঝমিয়ে নামবে। দারুন মজা লাগে তিতির। স্কুলে ক্লাস করতে করতে যখন বৃষ্টি নামে তখন মাঝে মাঝে তিতির চোখ চলে যায় জানালা দিয়ে বাইরের দিক। কেমন যেন মন খারাপ খারাপ লাগে। কেন এমন হয় বুঝতে পারেনা তিতি। যখন ওরা বালিগঞ্জে থাকতো, একটা বাড়ির একতলায়। বেশি বৃষ্টি হলে জল জমে যেত সামনের রাস্তায় তিতি তখন খুব ছোট আর দাদা স্কুল থেকে কাগজের নৌকা বানানো শিখে এসেছিলো। খাতার পাতা ছিড়ে দাদা অনেকগুলো নৌকা বানাতে আর তিতি একটা করে সেগুলো জলে ভাসিয়ে দিত। কি মজা হতো এখন তো তিতি বড়ো হয়ে গেছে। নিজে নৌকা বানাতে পারে কিন্তু এখন ওরা পাঁচতলায় থাকে। তাছাড়া এখানে রাস্তায় জলও জমে না। বৃষ্টিতে রাস্তায় জল না জমলে কিসের মজা এখনতো ও স্কুলের বাসেই যাতায়াত করে, ফুলে জমা জলে পা ডোবানোর সুযোগই হয় না। যেদিন খুব বৃষ্টি হয় বাসের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে, কত ছেলে মেয়ে হাঁটুজলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে বাস ট্যাক্সি সব জল কেটে কেটে চলেছে, একবার দেশপ্রিয় পার্কের সামনে দিয়ে আসার সময় ওর খুব ইচ্ছে করছিলো নেমে পড়ে। কিন্তু তার তো উপায় নেই।

বৃষ্টিটা একটু কমে গেছিলো। আবার ঝমঝম করে নামলো,

দূর পথে দীপশিখা Dilip Sen, WB, India

এবার যেন আরো জোরে ভীষণ জোরে, আনন্দ হচ্ছে তিতির। ইচ্ছে করছে নাচতে আর গাইতে। " হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে।"

কিন্তু একটা দুর্ভাবনা মাথায় এসে যায়। দাদাটা এখনো ফেরেনি। কি করেই বা ফিরবে। মা ঘুমোচ্ছেন, তিতি দুপুরে ঘুমোয় না। এমনিতে ছুটি থাকলে পড়াশুনা করে কিংবা গল্পের বই পরে কাটায়। আজ আর পড়তে ইচ্ছে করছে না, তার চেয়ে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে। তিতি একটু ভাবুক প্রকৃতির। ওর মধ্যে একটা কবি মন আছে। যখনই সময় পায় কবিতা লেখে কিন্তু কাউকে পড়ায় না। কবিতা বোধহয় বর্ষাকালকে ভালোবাসে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষাকাল। কাছেই একটা বাজ পড়লো। জোড়ালো আলোটা ওর চোখে পড়েছে, কি প্রচন্ড শব্দ! দরজাটা বন্ধ করে এসে জানলার সামনে দাঁড়ায়। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠে। মা ঘুমোচ্ছে, বোধহয় দাদা এলো। ছুটে গিয়ে দরজা খুলেই তিতি অবাক!

- সুমন দা : কি ব্যাপার? ইশ! একদম ভিজে গেছে।
- এখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে, নাকি ভেতরে আস্তে বলবে।
- তিতি লজ্জা পায়। বলে- সরি সুমনদা, এসো এসো। তোমার জামাটা একেবারে ভিজে গেছে। ওটা খুলে ফেলো নইলে সর্দি লেগে যাবে।
- রাহুল নেই?
- না, দাদা সার্ফিং করতে গেছে।
- আর কাকিমা?
- ঘুমোচ্ছেন।
- জানো তিতি আমি তোমাদের একটা সুখবর দিতে এসেছি:
- কি সুখবর?
- আগে বলো কি খাওয়াবে?
- তুমি যা বলবে তাই।
- আপাতত এককাপ গরম চা।
- এখুনি দিচ্ছি। কিন্তু সুখবরটা কি?
- আমি চাকরি পেয়েছি।
- তাই! তিতি উচ্ছসিত হয়ে ওঠে।
- কিন্তু এখানে নয় দিল্লিতে।

তিতির একটু মন খারাপ হয়ে যায়। সুমনদাকে অনেকদিন দেখতে পাবেনা তা হলেও মুখে একটা গান্ধীর্ষ এনে বলে- ভালোই তো তা কবে যেতে হবে?

- কালই কলকাতা অফিসে ফ্যাক্সে খবর এসেছে। ওরা ফোন করে খবর দিয়েছে এইমাত্র ওখান থেকে ফিরছি।
- কালই যেতে হবে?
- হয় কালই, বাবাকে ফোন করেছিলাম। বাবার অফিসের এজেন্টকে দিয়ে রাজধানীর টিকিট কেটে দেবে।

তিতি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে, গ্যাস

স্টোভে জেলে চা বসায়। একটু পরে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে সুমনদা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জামাটা খুলে বারান্দায় দড়িতে মেলে দিয়েছে। সুমনদার চওড়া কাঁধ ভারী সুন্দর লাগে। বেশ কিচ্ছুক্ষন কেটে যায়। সুমন পিছনে ফিরে দেখে তিতি দাঁড়িয়ে আছে।

- কি ব্যাপার? ডাকোনি কেন?
- তিতি লজ্জা পায়, হাত থেকে কাপটা নিয়ে সুমন বলে তোমাদের জন্যে খুব খারাপ লাগবে। খুব কষ্ট হবে। তোমার খারাপ লাগছে না?
- নিশ্চয় লাগছে। কিন্তু তিতি কিছু বুঝতে না দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে- খারাপ লাগবে কেন? তুমি চাকরি পেয়েছো, কত আনন্দের কথা।

কথাগুলো বলে তিতির কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। সুমনদার সাথে এতদিন মিশেছে কত গল্প করে। অথচ আজ যেন অন্য সুমনদা, এমনটা কোনোদিনও হয়নি। একটা চাপা বেদনা মনটাকে ব্যাকুল করে দিচ্ছে। অথচ প্রকাশ করতে পারছে না। তিতির কিশোরী মনে শুরু হয়ে যায় তোলপাড়। অব্যক্ত বেদনাকে বুকে চেপে রাখে। কামনা বাসনা, প্রেম ভালোবাসা নিয়ে তিতি যেন আজ সম্পূর্ণ নারী। সুমনদাকে যেন আজ একটু ভালো লাগতে শুরু করে। আর সেই অব্যক্ত বেদনা মনটাকে অব্যক্ত বেদনা গলা দিয়ে উপরে উঠে আস্তে চায়। সুমন নির্নিমেষে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তিতির দিকে। যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। যেন কি একটা খুঁজছে তিতির চোখে। তিতি দেখে সুমনদার চোখে অন্য দৃষ্টি। যেন কোনো সন্মোহনী শক্তি দুজনের দৃষ্টিকে একই পথে বেঁধে দিয়েছে। তিতি ভুলে যায় চোখ সরাতো। দুচোখের মিলন যে এমন করে দুজনের পৃথিবীটাকে বদলে দিতে পারে তা ওরা কল্পনা করতে পেরেছিলো? হঠাৎ স্তম্ভিত ফিরে পায় সুমন। নিঃশব্দে চোখ সরিয়ে নেয় কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখে। তিতি একটু লজ্জা পায়। পড়ার টেবিলের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে। সুমনের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। খাটের এক কোণায় বসে ও তাকায় তিতির দিকে। তিতি মাথা নিচু করে আছে। এবার সুমন কথা বলে, যেন তিতি তিনমাস পরে ট্রেনিং তারপর প্রবেশন। প্রায় দেড় বছর আসা হবে না। তোমাদের সাথে দেখাও হবে না। ইচ্ছে করছে না তোমাদের ছেড়ে যেতে। ভীষণ ভাবে তোমাদের মিস করবো।

সুমন যেন অনেকটা আবেগপ্রবন হয়ে পড়ে। কথাটা বলেই সুমন তাকায় তিতির দিকে, তিতি বাঁ-হাতের নখ দিয়ে ডান হাতের আঙুলের নেইলপলিশটা তোলার চেষ্টা করে।

- আমি কি আমার কথা বলছি?
- না আমি বলছি।
- কিন্তু আমি, আমি কে তোমার?
- তুমি আমার কে জানো না?

দূর পথে দীপশিখা
Dilip Sen, WB, India

চিরন্তন
Pritha Sahu, WB, India

তিতির গলাটা ধরে আসে যেন কি একটা আটকে পড়লো
গলার মধ্যে। প্রচন্ড জোরে বাজ পড়লো। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি
হচ্ছে। এর মধ্যে পাশের বাড়িতে ক্যাসেটস বাজছে-" প্রেম
এসেছিলো নিঃশব্দ চরণে, তাই স্বপ্ন মনে হলো তারে।" তিতির
মনে ঝড় উঠলো। যা সে কোনোদিন ভাবেনি আজ তাই ঘটে



গেলো। সুমনদাকে ভালো লাগতো ঠিকই কিন্তু তা ছিল নিছক
ভালোলাগা। কিন্তু আজ তার রূপান্তর ওকে বিচলিত করলো।
ওর কানে বাজছে সেই কথাটা "তুমি আমার কে যেন না ?
ওর কেমন ভয় করছে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে-
-সুমনদা-

সুমনের চোখ দুটো ছল ছল করছে। আর তিতি ! একবুক
কান্না ওর কণ্ঠরোধ করছে। চোখ ফুটে জল বেরিয়ে আস্তে
চাইছে। তিতি আর সহ্য করতে পারে না। দৌড়ে দাদার ঘরে
গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়, তারপর বিছানায় আছড়ে পরে।
বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো দুচোখ বেয়ে ধারা নেমে আসে।
অপ্রস্তুত সুমন কি করবে ভেবে পায় না। স্ববিরের মতো
দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে থাকে বন্ধ দরজার দিকে। ক্যাসেটে
গানের শেষ কলি ভেসে আসে।

দূর পথে দীপশিখা
রক্তিম মরীচিকা
প্রেম এসেছিলো নিঃশব্দ চরণে, তাই স্বপ্ন মনে হলো তারে।



Dance at Rathayatra Festival 2018



New York City
Ishita Mitra, Mechanicsburg, PA

Narrow streets, amongst a jungle of asphalt and cement.
Shouts of hurried businessmen; wailing taxis roaring by,
and food trucks perched by sidewalks.

Flashes of billboards.
Gray clouds hiding the twinkling stars of the night.
Long shadows stretch across alleyways, changing as the days go by.

Constant bustling of pedestrians on a compact street.
Vibrant colors of shirts, signs, and other items.
Modern art displayed for all to see.

Everyone's hustle to make it to tomorrow never ceases.
Located in the Northeastern tip of America-
New York City, the hub of modern trends.

People with vivid hair colors, flamboyant outfits, and many tattoos.
Cries of vendors selling exotic food from all over attract buyers like flies.
The delicious aroma of curries, spices, sauces, and seafood tickles the nose.
The many coffee shops let the scent of coffee beans
Waft throughout the roads and alleyways.
Deeper in the famed city, the dusty smell of rock bombards the senses.

The ground shakes, spewing earth and stone into the air;
The pungent smell of gas and wet cement drifts around.
People swarm like bees in a hive, all having a definite purpose.

Streams of tourists flood towards Lady Liberty and the Empire State Building.
Boat tours are crowded with chattering families and flashing cameras.
Everyday citizens and tourists mingle together in an ever-expanding horde.

Various people in famous character costumes pose with tourists.
Street musicians and performers show off their many talents.
The clink of money in their little jars or hats is barely audible.
Loud cars honk at the heavyweight busses.
The hubbub congeals into one spot, ignoring the rest of the passageways.
As the weather grows colder and nights grow longer, wind whips throughout the city.

Clouds dump piles of snow onto the Northeastern regions.
Most citizens are wrapped in warm sweaters and snug scarves.
Puffs of frosty air appear from noses and mouths, as they grip their coffee and call a taxi to work.

However, in summer, thin sleeves and short dresses come into fashion.
Sparse trees bloom, and the many small gardens fill with vibrant colors.
A spring breeze silently weaves through the cityscape.

The urban metropolis is the land of new opportunities.
Any aspiring individual can begin a new life and strive to become successful.
New York City is a mesh of old and new where residents live together in harmony.

“Wolf” Packs of Kolkata

Aratrika Chakrabarti, Carlisle, PA (Photo: Subir Ghosh)

Roaming the streets of Kolkata, West Bengal, are dirty and skinny stray dogs. These dogs live very different from those dogs that are kept as pets inside people's homes at Kolkata.

The size of the stray dog's population depends on the size and characteristics of the human population in the same locality. Large amounts of exposed garbage, which



provide an abundant source of food, is one of the leading cause to why the street dog population exists in Kolkata.

The number of street dogs is directly related to the amount of food and edible waste matter in an area. So cleaner parts of the city has lower stray dog populations, and dirtier parts of the city have higher dog populations. Another factor that leads to the existence of street dogs is irresponsible pet ownership. Pet dogs that are abandoned continue to live on the streets and if they are not rescued, they could be killed in road accidents, or they might inter-breed, adding to the existing street dog population

The lifestyle between the street dogs and dogs that are pets are very different. Pet dogs are well fed and are groomed. The street dogs are forced to scavenge for food and fight for it. They are highly territorial, and often a small pack of dogs will “claim” a part of a road and guard and defend their territory against perceived intruders, be it other dogs or even a person.

Like many other dog breeds, these stray dogs usually are most aggressive during mating season, when they are attacked or teased by humans, or when they feel as if they or their puppies are threatened. Some dogs can be friendly, but others can be very aggressive, barking loudly at people walking by or at other dogs.

For a long time, people would kill the street dogs because they were worried about rabies and other animal-borne diseases, but they couldn't catch all of them. This is because the street dogs that are removed or killed are easily replaced with new dogs from other territories. When street dogs are removed from an area, their territories become vacant and strays from neighboring areas move in to occupy them.



In 2001, the Federal Government of India passed a law to prohibit the killing of the stray dogs and prevent cruelty to them in general. But illegal killings and torturing still continued to happen. During my earlier visits to Kolkata, I've seen people trying to tie things to their tails for fun. During festivities, they also used to light up firecrackers to scare the street dogs.

However, I can feel that times are changing. More recently, I've seen local residents give the strays food,



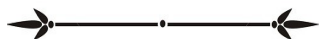
“Wolf” Packs of Kolkata
Aratrika Chakrabarti, Carlisle, PA

water, and vaccinations. There is a park in front of my grandparents’ house where the locals will bring in biscuits and other snacks to feed the dogs. One day, a person on the street asked the driver of our car to slow down so as not to harm the dogs who are laying on the road. One of my friend’s parents took a litter of strays to



the vet to get them vaccinated. Even homeless people who are staying on the sidewalks seemed to have adopted few stray dogs to live with them and I saw them feeding these dogs from their own supply of food.

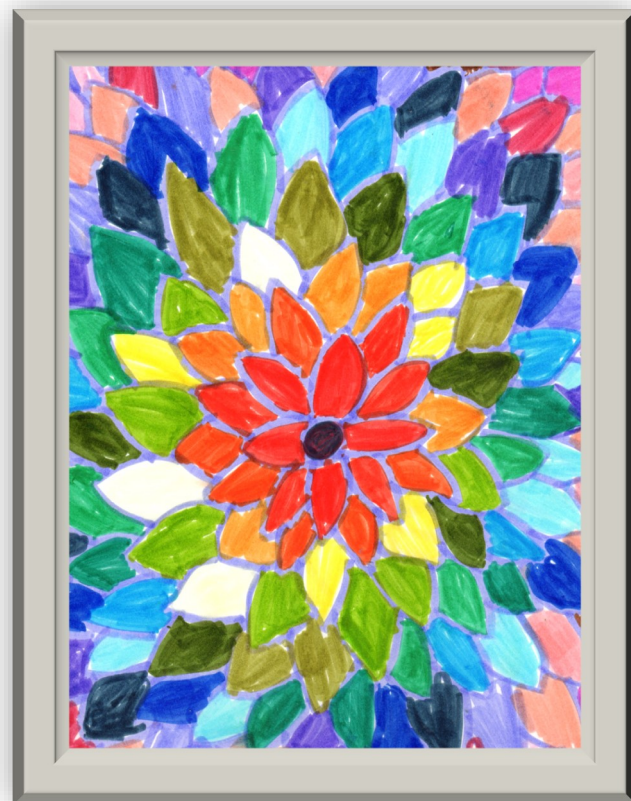
I am hopeful that the strays of Kolkata will have a better future and people will learn to live with them in harmony.



Srijita Das, Clinton , NJ



Blooming
Mythili Pai, Hershey, PA



Art
Janhavi Raj, Mechanicsburg, PA



Why France Is The Most Popular Destination In The World

Silvi Sheth, Carlisle, PA

Are you wondering why I'm writing about Paris, of all things why am I writing about Paris? I have always wanted to go to Paris since I was a little kid. You should know basically everything in my room is related to Paris. Paris has been a very popular tourist destination for over twenty-five astonishing years. Many people visit France simply because they consider it to be one of the most beautiful places in the world. If you want to know why I'm such a fan of Paris please continue reading to find out the 5 spectacular reasons why Paris is so popular and why I really want to go to Paris.

First and foremost is Disneyland Paris, since 1992 Disneyland Paris, originally called Euro Disney resort has been coming in with large crowds from all over the world. Disneyland Paris is currently the number one tourist attraction in all of France and Europe beating both the Eiffel Tower and the Louvre. I personally thought the Eiffel Tower was the number one tourist attraction because a lot of people talk about the Eiffel Tower and it sounds so popular. Surprisingly it's also the 16th most popular tourist attraction in the world, which is pretty magnificent. Did you know that about 15 million people went to Disneyland Paris in just 2015 according to their annual report, that's only in one year! That's definitely one of the places I want to go to when I go to Paris!



In second place stands the Eiffel Tower, it's known for many things but something you might not know about it is that this tower was once the world's tallest billboard. The Eiffel Tower was originally contrasted as the entrance to the 1889 World's Fair to celebrate the hundredth anniversary of the French Revolution, today it's what people think of first when they think of France. Some of the times that's not the case at all they might think of something else very popular when they think of

France. Did you know that the Eiffel Tower measures up to 321 meters high, equivalent to 81 stories high! The Eiffel Tower serves not only as a national monument and major tourist attraction but also as an observation and radio broadcast tower. Sure, the Eiffel Tower is amazing high and made when the French celebrated the French Revolution but it's also the second most visited attraction after Disneyland Paris.



The last in the top three is the Louvre and art in France. It houses over 460,000 pieces of art and artifacts, it's also one of the most visited galleries on the planet. One of the most famous French paintings is "The Raft of the Medusa". Just in 2014 alone it received over 9.3 million visitors. Initially built as a fortress in the late 12th century, it was then converted into the main residence for French kings in the 16th century, then in 1682, Louis XIV relocated the imperial home to Versailles, leaving the Louvre primarily as a place to display the royal collection. Some of the more notable treasures housed at the Louvre include La Jaconde known in English as The Mona Lisa. Many famous paintings and different types of art are held at the Louvre to host some of the historical times France went thru. Knowing that I love art and different types of paintings about historical events makes me really want to go to the Louvre.

Next up is all about the Palace Versailles, the king's palace. Being transformed as a humble hunting lodge by Louis XIV into the now familiar name Versailles Palace which epitomizes royal elegance. Every year 3 million people travel to the Versailles to see how former French royalty lived. Everywhere you look whether it's art or different types of paintings it's an amazing delight! It's embellished by

Why France Is The Most Popular ... Silvi Sheth, Carlisle, PA

generations of lavish garden, landscapes, architecture, sculptures, decorations, art, and more. Some of the more popular things to see at the palace includes the State Apartments, the incredible Hall of Mirrors, the Versailles Gardens and the Trianons. So, if you don't know already I'm an enormous fan of all different kinds of art. Art is probably my favorite thing to do in my free time.



My last reason why France is the most popular tourist destination in the world is the Tour de France, a very famous bike race. For over 100 years since 1903, the Tour de France has been attracting spectators from around the world. Not only is the Tour de France the world globe's biggest bike race, it's also the largest sporting on the whole planet. For three weeks during part of June and July, people from all over the globe flock to France to watch bicyclists race about 2,000 miles, (3,200 kilometer) mostly around France in a collection of phases. In a typical years race, the Tour de France can attract roughly 12 million spectators along the route of the race. I love to go bicycling whenever I can because I love the feeling of the wind blushing off my face.

Since France is the most popular tourist destination in the world, which activity do you want to do? As you probably found out I want to go to all the tourist activities that I mentioned. That includes Disneyland Paris, the Eiffel Tower, the Louvre and Art, the Palace Versailles, the Tour de France, and many other popular activities to do in France.



Everlasting Sriparna Das Banerjee, Clinton, NJ



Waiting Pritha Sahu, WB, India



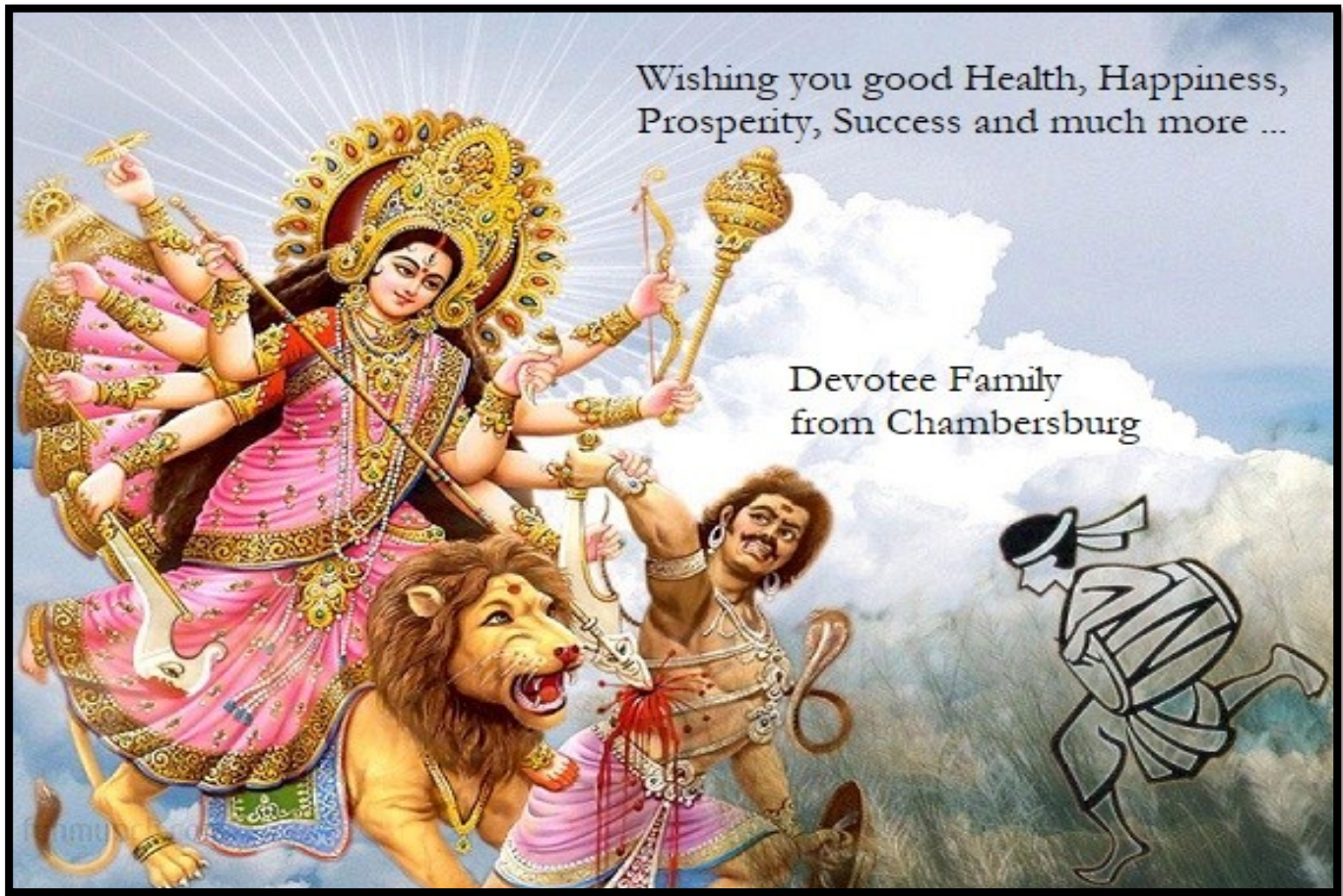
বিপ্রতীপ**Ramendranath Bhattacharya, WB, India**

যদি বলো এক কথায় ছেড়ে যেতে পারি
আরাম বিলাসের টেক্স সাহেব বিবি গোলাম
আকাশের সেই খোলামেলা পাঠশালা
দূর থেকে শুধু টুকি দিয়ে যায়
বাতাস পরকীয়া হয়ে জানলায় মুখ টিপে হাসে
বিনিময়ে ফিরিয়ে দাও
সেই আঁজলা ভরা জীবন
যেখানে শালিক চোখে খুঁটে বেড়াতে হয়
খিদের আলটপকা খুদ কুঁড়ো
চোখের গলুইয়ে ভেসে বেড়ায় দিওয়ানা দিল
বরষার তুমুল হ্যাংলামিতে গর্ভবতী হয় বসুন্ধরা
চৌখুন্নি চাঁদিয়াল কে যেন চড়াই দেয় বুকুর ভিতর ।

Soham Bhattacharya, UP, India**ভোজবাড়ী****Paritosh Das, WB, India**

খোঁজ পড়েছে ভোজ বাড়ীতে হরেক রকম রান্না ,
আদা রসুন কাটা হল ,
পেয়াঁজ কাটতে কান্না ।
বোঁটাওয়ালা বেগুন ভাজা মাছের মাথার ডাল ,
সাথে আছে চিংড়ি পটল
পাবদা মাছের ঝাল ।
চাটনি, পাঁপড় রসগোল্লা সাথে আছে দই ,
আরও দুটো মিষ্টি নেবো ,
মিষ্টিওয়ালা কৈ ?
হাঁক পারতেই বালতি হাতে মিষ্টিওয়ালা আসে
দু-চারটা টপাটপ
খেলাম গো-গ্রাসে ।
খাওয়ার শেষে এক-খিলি পান চরম সুখে খাওয়া ,
হাজার খরচ করলেও ভাই
সেই তৃপ্তি এমন যাবে না তো পাওয়া ।
মডার্ন যুগে , মডার্ন খাওয়া নিত্য নতুন সাজ
শুরুতে দেয় চিকেন সাথে
আর কচুরি ভাজা ।
স্টার্টার বলে কিছুই ছিল না এখন চিকেন কাবাব,
সাদা ভাত আর মটন কষা
এর নেইতো জবাব ।
বিরিয়ানী চিকেন চাপ নামের আছে ওজন
শুনতেই ভালো লাগে
হয় না ভাল ভোজন ।
চাটনী , পাঁপড় আগেও ছিল এখন রেওয়াজ আছে
রসোগোল্লা ও পাতে পড়ে
শুধু দই বাদ গেছে ।
পানের খিলি আর আসে না আইস ক্রিমেই সই
ভোজ বাড়ীতে যে আনন্দ
মডার্ন যুগে ভরে কৈ ?





Sukanya Das, WB, India

Kavya Pai, Hershey, PA





Some incredible travel destination in India

Pictures from various sources



Meghalaya, Andaman, Kashmir, Kerala, Rajasthan, Arunachal



In and around Pennsylvania

Pictures from various sources



Spring, Fall, Winter, Summer, Conneaut, Lancaster



2018

Price: \$7.00



आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः
Let noble thoughts come to us from all directions.

SAMPRITI

Cultural Society of central Pennsylvania

presents

Durga Puja

2018

You along with your family and friends are
cordially invited to join us to celebrate
auspicious Durga Puja.

Venue

Good Hope Station Community Room
1200 Good Hope Road,
Mechanicsburg, PA 17050

Puja Nirghanta

Oct 13th: (11 AM - 9 PM)

Bodhon, Sashthi and Saptami Puja,
Arati, Lunch and Cultural Program
followed by Dinner

Oct 14th: (9 AM - 3 PM)

Ashtami, Sandhi Puja, Nabami,
Dashami ,Prasad, Dhunuchi Naach,
Sindoor Khela followed by Lunch

Third volume of Srijan literary magazine will debut on Oct 13th.

Website : www.sampriti.us

E-mail : bcscpa@outlook.com